অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের

ছুটীর ও পেনস্যনের বিধি।

জান রাবিন্‌সন্‌ সাহেবকর্ত্তৃক

সংগৃহীত হইয়া

১৮৫৭ সালের জুলাই মাসের ১৫ তারিখপর্য্যন্ত

সংশোধিত হইল।

শ্রীরামপুর।

"তমোহর" যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

১৮৫৭।

ভূমিকা।

এদেশীয় যে সকল ব্যক্তি কোম্পানি বাহা-দুরের অধীন কোন সিরিশ্‌তায় কর্ম্ম করিয়া থাকেন তাঁহারদের সকলকে সময়মতে ছুটী দি-বার জন্যে ও কতক বৎসরপর্য্যন্ত কর্ম্ম করিলে পর তাঁহারদিগকে পেনস্যন দিবার জন্যে শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেক্‌টর্স সাহেবেরদের অনুমতি-ক্রমে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি অত্যুত্তম বিধি করিয়াছেন। সেই সকল বিধি এদেশীয় সকল কার্য্যকারক অবগত হইতে অবশ্য মানস রাখেন। বিশেষতঃ প্রধান২ কার্য্যকারকঅবধি চৌকীদারপ্রভৃতিপর্য্যন্ত যে কেহ সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন তিনি সেই বিধিমতে ছুটীপ্রভৃতি পাইতে পারিবেন। এই কারণে সেই সকল বিধি সংগ্রহ করিয়া জুলাই মাসের অর্দ্ধপর্য্যন্ত সংশোধন করিয়া এই পুস্তকে প্রকাশ করি-লাম।

নির্ঘণ্ট।

পৃষ্ঠা।

ছুটীর বিধি।

৯ নম্বর।

বিজ্ঞাপন।

কোর্ট উলিয়ম। ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্ট।
১৮৫৬ সাল ২২ ফেব্রুআরি।

শ্রীযুত অনরবিল কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের ১৮৫৫ সালের ৫ ডিসেম্বর তারিখের ১০৭ নম্বরের আজ্ঞাপত্র পাঠ করা যায়।

নির্দ্ধারণ।

ভারতবর্ষের মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত কার্য্যকারক না হইয়া সরকারী অন্য কার্য্যকারকেরদের ছুটীর ও একটিংরূপে কর্ম্ম করিলে তাঁহারদের বেতনের বিধান করিবার জন্যে, এদেশীয় গবর্ণমেণ্ট যে বিধির প্রস্তাব করেন, তাহা শ্রীযুত অনরবিল কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা কিঞ্চিৎ মতান্তর করিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অতএব হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর জেনরল বাহাদুর এই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, ঐ বিধি উপরের উল্লিখিত আজ্ঞাপত্র সহিত

সকল লোকের জ্ঞাত হইবার জন্যে সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা যায়। ও সেই বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইবার তারিখঅবধি, গবর্ণমেণ্টের অচিহ্নিত যে সকল কার্য্যকারক ১০০৲ টাকা ও তাহার অধিক বেতন পাইয়া থাকেন, তাঁহারদের উপর খাটিতে পারে এমত জ্ঞান হয়।

ফিনান্‌সিয়ল ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৫৫ সাল ১০৭ নম্বর।

হুজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর প্রতি আগে।

১। সরকারী বহু সংখ্যক ও বর্দ্ধিষ্ণু যে কার্য্যকারকেরা, কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত কার্য্যকারক না হইয়াও, অনেকং স্থলে অতি গুরুতর ও দায়যুক্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তাঁহারদের ছুটীপ্রভৃতির নিয়ম করিবার জন্যে প্রস্তাবিত বিধির বিষয়ে তোমারদের নীচের লিখিত পত্রের* সঙ্গে যে সকল লিপি পাঠান

---

* ১৮৫৫ সালের ২৮ জুলাই তারিখের ১০১ নম্বরের পত্র।

অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর নিয়ম, ও এক্‌টিংরূপে কর্ম্ম করিলে তাঁহারদের বেতনের নিয়মের বিধি করিবার জন্যে গবর্ণমেণ্টহইতে বিশেষ কমিটিস্বরূপ যে সাহেবেরা (অর্থাৎ মিলিটারী আডিটর জেনরল সাহেব ও বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেব ও বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের আকোণ্টেণ্ট সাহেব) নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারদের রিপোর্ট পাঠান যাইতেছে. আর ঐ প্রস্তাবিত বিধিতে

গয়াছিল তাহার বিবেচনা মনোযোগপূর্ব্বক করিয়াছি। এই বিষয়ে ও অন্য সকল বিষয়ে, সরকারী কর্ম্মের লভ্যের জন্যে অসঙ্গত ক্রিয়া না করিয়া, তাঁহারদের প্রতি সাধ্যমতে ঔদার্য্য ও সদ্বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যবহার করিবার আমারদের বাঞ্ছা আছে, এই কথা প্রায় লেখা [illegible]ছিল্য।

২। অচিহ্নিত কার্য্যকারক যখন ছুটী লন তখন তৎপ্রযুক্ত যত খরচ হয় তাহা তাঁহার বেতনহইতে দেওয়া যাইবেক, এই নিয়ম সর্ব্বদাই অলঙ্ঘ্যভাবে পালন করিতে হইবে। তাহা মানিয়া, অচিহ্নিত যে সকল কার্য্যকারক মাসেং ১০০৲ টাকা ও তাহার অধিক বেতন পান, তাঁহারদিগকে পীড়ার কালের ও নিজ কর্ম্মের নিমিত্তে ছুটীর সম্পর্কীয় বিবেচ্য বিধির প্রস্তাবিত অনুগ্রহ করণে আমরা সম্মত আছি। সেই অনুগ্রহ সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে যথা :—

প্রথম। পীড়ার কালের ছুটী।—কার্য্য করিবার সমুদয় কালের মধ্যে সর্ব্বসুদ্ধ তিন বৎসর ছুটী দেওয়া যাইতে পারে। ইহার মধ্যে দুই বৎসরের অধিক অবিচ্ছেদে চলিতে পারে না, ও পেন্‌স্যন পাইবার পুর্ব্বে যত কাল কার্য্য করিতে হয় তাহার মধ্যে সেই দুই বৎসর গণ্য হইবেক। যিনি ছুটী লন তাঁহার ছুটীর এক বৎসর পর্য্যন্ত, বেতনের অর্দ্ধেক কর্ত্তন হইবেক, ও অবশিষ্ট কাল

অনরাবল কোর্টের সাহেবেরদের অনুমতি হইবেক, এই আশা হইতেছে।

বেতনের তিন অংশের দুই অংশ কর্ত্তন হইবেক। পরন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে তিনি বৎসরে ৬০০০৲ টাকার অধিক না পান।

এই প্রকারে যাহার অধিক পাওয়া যাইতে পারে না তাহা নির্দ্ধার্য্য করিয়াছি। অতএব কোন ব্যক্তি ছুটীর প্রার্থনা করিলে, তিনি যত কাল কর্ম্ম করিয়াছেন তাহা ও অন্যান্য কথা বিবেচনা করিয়া, তাঁহার পক্ষে ঐ বিধির দত্ত উপকার যেপর্য্যন্ত মতান্তর করিতে হয় তাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আপনার বিবেচনামতে নির্দ্ধার্য্য করিবেন। পরন্তু পীড়ার সর্টিফিকটক্রমে অবিচ্ছেদে দুই বৎসরের ছুটী হইলে পর, আর দুই বৎসর গত না হইলে, সেই কারণে অন্যবার ছুটী না দেওয়া যায়, এই আমারদের বাঞ্ছা।

দ্বিতীয়। নিজ কর্ম্মের নিমিত্তে ছুটী।—বৎসরেং এক মাসের ছুটী, বেতনের কিছু কর্ত্তন না হইয়া দেওয়া যাইতে পারিবেক। অথবা উপযুক্ত কারণ প্রকাশ হইলে বৎসরে ছয় মাসের ছুটী হইতে পারিবেক, ইহাতে বেতনের অর্দ্ধেক কর্ত্তন হইবেক কিন্তু বৎসরে ৬০০০৲ টাকার অধিকের হিসাবে দেওয়া যাইবেক না। আর বিশেষ কোন পাত্রকে পদচ্যুত না হইয়াও বারো মাসের ছুটী হইতে পারে, কিন্তু বেতন চলিবেক না। ও পেনস্যনের পূর্ব্বে যত কাল কার্য্য করিতে হয় তাহার মধ্যে ঐ দ্বাদশ মাস ধরা যাইবেক না।

এই শেষ প্রকারের ছুটী বিশেষ স্থলে অচিহ্নিত কার্য্য-

কারকদিগকে ন্যায্যমতে দেওয়া যাইতে পারে, এমত বোধ হয়, যেহেতুক তাঁহারা নিজ কর্ম্মের নিমিত্তে ফর্লো বলিয়া নিয়মিত ছুটী পাইতে পারেন না, ও তাঁহারদের পক্ষে পদচ্যুত হওয়া বস্তুতঃ সরকারী কর্ম্মহইতে ভগীর হওয়ারই তুল্য। কিন্তু যত কাল কর্ম্ম করেন তাহার মধ্যে এক বারের অধিক সেইরূপ ছুটী দেওয়া উচিত নয়।

৩। দপ্তরখানার প্রধান্ কার্য্যকারকেরা অত্যাবশ্যক স্থলে চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে এক মাসপর্য্যন্ত ছুটী দিবার ক্ষমতা পাইতে পারেন, এই বিষয়ে তোমারদের পরামর্শেতে আমরা সম্মত আছি, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পাইবার জন্যে সেই ছুটীর রিপোর্ট অবিলম্বে করিতে হইবেক।

৪। কোন কার্য্যকারক ছুটী লইলে তাঁহার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে যে ব্যক্তিরা নিযুক্ত হন তাঁহারদের বেতনের যে বিধির প্রস্তাব করিয়াছ তাহাতে কোন আপত্তি দৃষ্ট হয় না।

ই মাকনাটন।
ডবলিউ এচ সৈকস।
ও অন্য আট জন ডৈরেক্টর।

লণ্ডন। ১৮৫৫ সাল ৫ ডিসেম্বর।
—বাঙ্গ, গেজ, ১৮৫৬ সাল ২৩৫ পৃষ্ঠা।

১ অধ্যায়।

ছুটী পাইবার প্রার্থনা করিবার বিধি।

১। কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত কার্য্যকারক না হইয়া, অন্য যে সকল কার্য্যকারক একেবারে গবর্ণমেণ্টহইতে নিযুক্ত হন, তাঁহারা যে ডিপার্টমেণ্টে কার্য্য করেন সেই ডিপার্টমেণ্টের উপযুক্ত সাহেবের দ্বারা সরকারী পত্র লিখিয়া প্রার্থনা করিলে, যে গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করেন কেবল সেই গবর্ণমেণ্টহইতে ছুটী পাইবেন। কিন্তু সরকারী যে কার্য্যকারকেরা একেবারে গবর্ণমেণ্টহইতে নিযুক্ত না হন তাঁহারা ছুটী পাইতে পারেন এই নিমিত্তে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যদি চাহেন তবে দফ্তরখানার কি ডিপার্টমেণ্টের প্রধান কার্য্যকারকদিগকে এমত ক্ষমতা দিতে পারিবেন যে, তাঁহারা আপন রদের হইতে উচ্চপদের কার্য্যকারকেরদের অনুমতি না লইয়া এই বিধিমতে ছুটী দেন।—ছুটীর বিধির ১ ধারা।—বাঙ্গ: গেজ, ১৮৫৬ সাল ২৩৫ পৃষ্ঠা।

২। অচিহ্নিত কার্য্যকারকদিগকে ছুটী দিবার যে বিধি আছে তাহার ১ ধারার উপলক্ষে, হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর জেনরল বাহাদুর ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের অধীন সকল দফ্তরখানার ও ডিপার্টমেণ্টের প্রধান কার্য্যকারকদিগকে এই ক্ষমতা

দিয়াছেন যে তাঁহারা গবর্ণমেন্টকে বিশেষ জিজ্ঞাসা না করিয়া সেই বিধিমতে ছুটী দেন।—ভারত, গবর্ণ, ১৮৫৬ সালের ৩০ মের নিৰ্দ্ধারণ।

৩। অচিহ্নিত কার্য্যকারকদিগকে ছুটী দিবার গত ফেব্রুআরি মাসের ২২ তারিখের বিধির ১ ধারামতে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব দফ্তরখানার ও ডিপার্টমেণ্টের প্রধান কার্য্যকারক সাহেবদিগকে এই ক্ষমতা দিয়াছেন যে, একেবারে গবর্ণমেন্টহইতে নিযুক্ত না হইয়া তাঁহাদের অধীন যে কর্ম্মকারকেরদের উপর ঐ বিধি খাটে তাঁহারদিগকে নীচের লিখিত কালপর্য্যন্ত নীচের লিখিত নিয়মমতে ছুটী দিতে পারেন।—বাঙ্গ, গবর্ণ, ১৮৫৬, ৬ ডিসেম্বরের বিজ্ঞাপন।—বাঙ্গ, গেজ, ৭২৩ পৃষ্ঠা।

৪। দফ্তরখানার কি ডিপার্টমেণ্টের প্রধান কার্য্যকারক সাহেব আপনার নিজ অধীন কর্ম্মকারকদিগকে বিধির ৫ ও ৬ ধারামতে বৎসরে এক মাসপর্য্যন্ত ছুটী দিতে পারিবেন তাহার অধিক নয়। যখন সেই ছুটী দেন তখন সিবিল আডিটর সাহেবের নিকটে তাহার রিপোর্ট করিবেন।—ঐ ঐ।

৫। নীচের লিখিত সিরিশতার* প্রধান কার্য্যকারক

* সদর আদালত। বোর্ড রেবিনিউ। মারীন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব। বিদ্যাধ্যাপনের ডৈরেক্টর সাহেব। কলিকাতার পোলীসের কমিসানর সাহেব। পোলীসের এলাকা সম্পর্কে দায়েরসায়েরীর কমিসানর সাহেবেরা।

সাহেবেরা আপনং সিরিশ্‌তার মধ্যে তাঁহারদের অধীন কর্ম্মকারকদিগকে ঐ বিধির ৫ ধারামতে বারো মাসপর্য্যন্ত কিম্বা ৭ ধারামতে ছয় মাসপর্য্যন্ত ছুটী দিতে পারিবেন। যখন সেই ছুটী দেন তখন সিবিল আডিটর সাহেবের নিকটে এবং গবর্ণমেণ্টেও তাহার রিপোর্ট করিবেন।—বাঙ্গ, গবর্ণ, ১৮৫৬। ৬ ডিসেম্বরের বিজ্ঞপন।—বাঙ্গলা গেজেট ৭২৩ পৃষ্ঠা।

৬। ছুটীর জন্যে অন্য সকল দরখাস্ত নিয়মিতরূপে গবর্ণমেণ্টে করিতে হইবেক।—ঐ ঐ।

৭। দফ্তরখানার কি ডিপার্টমেণ্টের প্রধান কার্য্যকারক সাহেবদিগকে ঐ বিধির ৪ ধারাতে ও ৭ ধারার ২ প্রকরণে ও ৯ ধারাতে বিশেষমতে মনোযোগ করিতে আদেশ হইতেছে।—ঐ ঐ।

৮। অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরা যত কালপর্য্যন্ত কর্ম্ম করিলে পেনশান পাইতে পারেন সেই কালের অতি যথার্থ হিসাব হয় এই নিমিত্তে, হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুক্ত রাইট অনরবিল গবরনর্ জেনরল বাহাদুর আজ্ঞা করিতেছেন যে, নানা গবর্ণমেণ্টের অধীন সরকারী দফ্তরখানার ও ডিপার্টমেণ্টের প্রধান কার্য্যকারকেরদের প্রতি এই আদেশ হয় যে, অচিহ্নিত যে কার্য্যকারকেরদের ছুটী পাইবার কথা গেজেটে প্রকাশ না হইয়া থাকে তাঁহারদিগকে অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর নূতন বিধিমতে বৎসরের মধ্যে কোন ছুটী দেওয়া গেলে তাহার রিপোর্ট বৎসরেং অর্থাৎ প্রতিবৎসরের ১ মে

তারিখে নানা রাজধানীর সিবিল আডিটর সাহেবদিগকে ও মিলিটারী আডিটর জেনরেল সাহেবদিগকে দেন।—ফিনান, ডিপার্ট, ভার, গবর্ণ, ১৮৫৬ সালের ১১ আগষ্টের নির্দ্ধারণ।—বাঙ্গ, গেজ, ৫৪০ পৃষ্ঠা।

৯। যদি কোন কার্য্যকারক ছুটী না লইয়া গরহাজির থাকেন তবে তিনি পদচ্যুত হইবার যোগ্য হইবেন, ও যত কাল উপস্থিত না হন তত কালের তাঁহার সমুদয় বেতন কর্ত্তন হইবেক।—ছুটীর বিধির ২ ধারা।—বাঙ্গ, গেজ, ১৮৫৬ ২৩৭ পৃষ্ঠা।

১০। ছুটী লইবার অনুমতি যে সময়ে হয় তাহার পূর্ব্ব-অবধি ছুটী চলিবেক না। কেবল অত্যন্ত ভারি পীড়া হইলে, যদি সর্ব্ব প্রকারে ৪ ধারার লিখিত আজ্ঞামতের চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে ঐ পীড়ার প্রমাণ হয়, তবে অনুমতির পূর্ব্বঅবধি চলিতে পারিবেক।—ছুটীর বিধির ৩ ধারা।—বাঙ্গ, গেজ, ১৮৫৬ সাল ২৩৭ পৃষ্ঠা।

---

২ অধ্যায়।

পীড়াপ্রযুক্ত ছুটীর বিধি।

১১। যখন পীড়াপ্রযুক্ত ছুটী পাইবার প্রার্থনা হয় তখন যে চিকিৎসক ঐ প্রার্থকের চিকিৎসা করিয়াছেন তাঁহার এক লিপি ঐ দরখাস্তের সঙ্গে পাঠাইতে হইবেক। যে পীড়া হয় ও তাহার যেরূপ ফল প্রকাশ হয় ও অনুভবমতে যেং কারণে হইয়াছে ও চিকিৎসকের জ্ঞানানুসারে তাহা যত কালপর্য্যন্ত আছে এই সকল কথা, সেই লিপিতে চিকিৎসক আপনি দেখিয়া বুঝিয়া লিখিবেন। আরো ঐ প্রার্থনাপত্রের সঙ্গে সদর মোকামের কি জিলার প্রধান চিকিৎসক সাহেবের, কিম্বা রাজধানীতে থাকিলে রাজধানীর কি অন্য সরকারী চিকিৎসক সাহেবের এক সর্টিফিকট থাকিবেক। তাহাতে পীড়িত ব্যক্তির কিছু কাল স্থানান্তরে যাওয়া প্রয়োজন, ও চিকিৎসকের বিবেচনামতে তাঁহার স্বাস্থ্যের জন্যে যত কাল স্থানান্তরে থাকা নিতান্ত আবশ্যক, এই কথা চিকিৎসক সাহেব মনোযোগপূর্ব্বক সন্ধান লইয়া লিখিবেন। যদি ছয় মাসের অধিক কালের ছুটীর আবশ্যক হয়, তবে পীড়িত ব্যক্তি যে এলাকায় বাস করেন তাহার সুপরিণ্টেণ্ডিং চিকিৎসক সাহেব প্রথমে সেই সর্টিফিকটে আড়সহী করিবেন। আর যদি সমুদ্রপার হইয়া কোন স্থানে

যাইবার ছুটী হয়, তবে সেই সর্টিফিকট ও পীড়ার বর্ণনা-পত্র মেডিকাল বোর্ডের সাহেবেরদের বিবেচনার জন্যে ও সহী করিবার নিমিত্তে পরে অর্পণ করা যাইবেক।—ছুটীর বিধির ৪ ধারা।—বাঙ্গ, গেজ, ১৮৫৬ সাল ২৩৭ পৃষ্ঠ।

১২। ঐ সর্টিফিকট লিখিবার পাঠ এই।

"অমুক স্থানে কি স্থানের চিকিৎসক আমি অমুক, এই পত্রদ্বারা জ্ঞাত করিতেছি যে, অমুক (এই স্থলে কার্য্যকারকের পদের খ্যাতি লিখিতে হইবেক) অসুস্থ অবস্থায় আছেন, আর তাঁহার সুস্থ হইবার নিমিত্তে স্থানান্তরের বায়ু সেবন নিতান্ত আবশ্যক, এই কথা আমি আপন বুদ্ধিসাধ্যমতে ধর্ম্মতঃ ও সরলতাপূর্ব্বক কহিতেছি। আর তাঁহার পীড়ার ভাব বিবেচনায় তাঁহার এত কালপর্য্যন্ত ছুটী পাওয়া নিতান্ত আবশ্যক (কি অত্যন্ত ইষ্ট")।

সুপরিন্টেণ্ডিং চিকিৎসক সাহেব ও মেডিকাল বোর্ডের সাহেবেরা সর্টিফিকটে আড়সহী করিলে এই পাঠে লিখিবেন:—

আমি (কি আমরা) এতদ্দ্বারা জ্ঞাত করিতেছি যে, অমুকের পীড়িত অবস্থা মনোযোগপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া, আমার (কি আমারদের) বিদ্যাসম্পর্কীয় বুদ্ধি সাধ্যমতে, (আমি কি আমরা) এইরূপ বোধ করি যে, অমুকের পীড়া থাকাপ্রযুক্ত তাঁহার সুস্থ হইবার জন্যে এত কাল-পর্য্যন্ত ছুটী পাওয়া নিতান্ত আবশ্যক (অথবা অত্যন্ত ইষ্ট)।—ছুটীর বিধির ৪ ধারা।—ঐ ঐ ২৩৮ পৃষ্ঠা।

১৩। যদি ছুটী বৃদ্ধি হইবার প্রার্থনা হয়, তবে দরখাস্ত-

কারী ভারতবর্ষের মধ্যে থাকিলে, যে চিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছেন তাঁহার স্থানে সেই মর্ম্মের এক সর্টিফিকট, ও সেই প্রার্থিত অধিক ছুটীর উপযুক্ত হেতু-প্রকাশক এক লিপি, ঐ প্রার্থনা পত্রের সঙ্গে পাঠাইবেন। আর সেই সর্টিফিকটে মেডিকাল বোর্ডের সাহেবেরা অথবা ঐ প্রার্থক যে এলাকায় থাকেন সেই এলাকার সুপরিন্টেণ্ডিং চিকিৎসক সাহেব আড়সহী করিবেন। তদ্রূপেও যদি সেই প্রার্থক কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের বাহিরে গমন করিয়া থাকেন, তবে যে স্থানে তাঁহার কিঞ্চিৎ কাল বাস হইয়াছে, সেই স্থানের যে চিকিৎসক কি ডাক্তর সাহেব তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছেন তাঁহার স্থানে ঐ ছুটীপ্রার্থক উক্ত আজ্ঞাকরা মর্ম্মের এক সর্টিফিকট ও লিপি লইয়া পাঠাইবেন। আর ঐ সাহেব তাঁহার চিকিৎসা যে করিয়াছেন, ও কত কাল করিয়াছেন তাহাও লিপিতে লেখা যাইবেক। আর ঐ ছুটী গৃহীতা যদি ইউরোপে থাকেন, তবে ঐ সর্টীফিকটে কোম্পানি বাহাদুরের পরীক্ষক চিকিৎসক আড়সহী করিবেন, কিম্বা পীড়িত ব্যক্তি যে বসতিতে কি দেশে গিয়া থাকিবেন তথাকার প্রধান চিকিৎসক সাহেব আড়সহী করিবেন। যদি সেই আড়সহী না থাকে তবে তাহার না থাকিবার কোন উপযুক্ত কারণ প্রকাশ করিতে হইবেক।—ছুটীর বিধির ৪ ধারা।—বাঙ্গ, গেজ, ১৮৫৬ সাল ২৩৮ পৃষ্ঠা।

১৪। যে সাহেব আড়সহী করেন তাঁহার নিজে সেই ছুটী প্রার্থকের নিকটে তাঁহার পীড়ার বিশেষ২ কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইবেক, নতুবা তাহা করিতে না পারিবার

কোন উপযুক্ত কারণ প্রকাশ করিলেন। যদি আজ্ঞা-কর্ত্তা উক্ত কোন বিষয়ের ত্রুটি হয় তবে ছুটী দেওয়া যাইবেক না।—ছুটীর বিধির ৪ ধারা।

১৫। কোন কার্য্যকারকেরদের স্বাস্থ্যের নিমিত্তে ছুটীর আবশ্যক হয়, এমত কথা চিকিৎসকের সর্টিফিকেট প্রকাশ হইলে, সেই কার্য্যকারকদিগকে নীচের লিখিত সময়ের নিরূপণানুসারে ছুটী দেওয়া যাইবেক।—ছুটীর বিধির ৫ ধারা।

১৬। সরকারী কর্ম্ম করিবার সমুদয় কালের মধ্যে চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে সর্ব্বশুদ্ধ কেবল তিন বৎসরপর্য্যন্ত ছুটী হইতে পারিবেক। ইহার মধ্যে অবিচ্ছেদে দুই বৎসরের অধিক লওয়া যাইতে পারিবেক না। আর পেনসান পাইবার পূর্ব্বে যত কাল কার্য্য করিতে হয় তাহার মধ্যে ঐ দুই বৎসর গণ্য হইবার অনুমতি হইবেক।—ঐ ঐ ১ প্রকরণ।

১৭। চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে একি কালে বারো মাসের অধিক ছুটী দেওয়া যাইবেক না। কিন্তু যদি আবশ্যক হয় তবে চিকিৎসকের নূতন সর্টিফিকট মতে তাহা ছয় মাস করিয়া বৃদ্ধি হইয়া অবিচ্ছেদে দুই বৎসরপর্য্যন্ত হইতে পারিবেক। চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে দুই বৎসর অবিচ্ছেদে ছুটী হইলে পর, আর [illegible] বৎসর অতীত না হইলে সেই কারণে পুনরায় ছুটী দেওয়া যাইতে পারিবেক না।—ঐ ঐ ২ প্রকরণ।

[illegible] বিধিমতে যে ছুটী হয় তাহার

বৎসরপর্য্যন্ত ছুটী প্রাপ্ত ব্যক্তির বেতনের অর্দ্ধেক কাটা যাইবেক, অবশিষ্ট কালপর্য্যন্ত তাঁহার বেতনের তিন ভাগের দুই ভাগ কর্ত্তন হইবেক। পরন্তু তিনি কোন সময়ে বৎসরে ৬০০০৲ টাকার অধিক পাইতে পারিবেন না।—ঐ ঐ ৩ প্রকরণ।

১৯। কোন ভুল না হয় এজন্যে আমারদের এই আদেশ হইতেছে। চিহ্নিত কি অচিহ্নিত যে কোন কার্য্যকারক পীড়াপ্রযুক্তে ছুটী পাইয়া ইউরোপে যাইবার অনুমতি পান, তিনি ইউরোপে থাকিতে এই বিধিমতে যত বেতন পাইতে পারিবেন তাহার এক সর্টিফিকট তাঁহাকে দেওয়া যাইবেক, আর সেই দেশে পঁহুছিলে সেই সর্টিফিকট আমারদের নিকটে পাঠাইতে তাঁহার প্রতি আজ্ঞা হইবেক।—কোর্ট অফ ডৈরেকটর্স সাহেবেরদের ১৮৫৫ সালের ২১ নবেম্বরের পত্র।

২০। দফ্তরখানার প্রধান কার্য্যকারকেরা অত্যাবশ্যক স্থলে, চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে এক মাস পর্য্যন্ত ছুটী দিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সম্মতি জানিবার নিমিত্তে সেই ছুটীর রিপোর্ট অবিলম্বে করিতে হইবেক।—ছুটীর বিধির ৫ ধারার ৪ প্রকরণ।

২১। সকল লোকের জানিবার জন্যে ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্ণর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের

ছুটীর বিধির প্রকারানুসারে অভিষিক্ত কোন কার্য্যকারক চিকিৎসকের সার্টিফিকটক্রমে ছুটী লইয়া ইউরোপে গেলে, তাঁহার কর্ম্ম করিবার স্থান রাজধানীর বন্দরহইতে যত দূর হয় তাহার অনধিক দূর ভারতবর্ষের কোন বন্দরে তিনি যে জাহাজে চড়েন সেই জাহাজের গমনের তারিখ অবধি, তিনি যে রাজধানীর লোক হন সেই রাজধানীর কোন বন্দরে, কিম্বা তাঁহার কর্ম্মস্থান রাজধানীর বন্দর-হইতে যত দূর হয় তাহার অনধিক দূর অন্য কোন বন্দরে তাঁহার পঁহুছিবার তারিখপর্য্যন্ত, তাঁহার ছুটীর কাল গণ্য হইবেক।—ফিনানসিয়ল ডিপার্টমেণ্টে ভারত, গবর্ণ, ১৮৫৬ সালের ১১ জুলাইর ৩৬ নম্বরের বিজ্ঞাপনের ১ দফা।—বাঙ্গ, গেজ, ৪৪৬ পৃষ্ঠা।

২২। শ্রীলশ্রীযুক্ত হজুর কৌন্সেলে আরো নির্দ্ধার্য্য করিয়াছেন যে, ঐ কার্য্যকারককে মোকামহইতে প্রস্থান করিবার তারিখঅবধি তাঁহার ছুটীর আরম্ভ হইবার তারিখপর্য্যন্ত, কিম্বা তাঁহার ছুটীর শেষ হইবার তারিখঅবধি তাঁহার কর্ম্ম স্থানে পুনরায় পঁহুছিবার তারিখপর্য্যন্ত, বিশেষ ছুটী দেওয়া যাইবেক। অর্থাৎ তাঁহার যত দূর যাইতে হইবেক তাহার ১৫ মাইল প্রতি একং দিন হিসাবে বিশেষ ছুটী হইবেক। পরন্তু ঐ বিশেষ ছুটীর কাল কোন স্থলে সর্ব্ব-সুদ্ধ দুই মাসের অধিক হইবেক না। আর যত কালের বিশেষ ছুটীর প্রার্থনা হয় তাহা নিতান্ত প্রস্থানের স্থান অবধি গমনীয় স্থানপর্য্যন্ত যাত্রা করিতে যাপন হয়।—ঐ ৪ দফা।

২৩। এই প্রকারে যে বিশেষ ছুটী দেওয়া যায় তাহা

পেনশ্যন পাইবার জন্যে কার্য্য করিবার কালের মধ্যে ধরা যাইবেক। ঐ ছুটীর কালে ছুটীপ্রাপ্ত ব্যক্তি অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর বিধির ৫ ধারার ৩ প্রকরণের নিয়মমতে বেতন লইতে পারিবেন।---ঐ ঐ ৩ দফা।

২৪। যে কার্য্যকারকদিগকে চিকিৎসকের সার্টিফিকট-ক্রমে ছুটী দেওয়া যায় তাঁহারা উক্ত বিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত বিশেষ ছুটা পাইবার স্বতন্ত্র এক দরখাস্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু উত্তরপশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টে-নেন্ট গবরনর সাহেব বোধ করেন যে ঐ স্বতন্ত্র দরখাস্ত করিবার আবশ্যক নাই। ও তিনি এই পরামর্শ দিতে-ছেন যে, ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের চলিত হুকুমক্রমে ঐপ্রকার ছুটী যে বিধিমতে দেওয়া যাইতে পারে সেই বিধি উপযুক্তরূপে পালন হইয়াছে ইহা যখন সি-বিল আডিটর সাহেবেরা হুকুমমতে জানিতে পাইয়া-ছেন তখন ঐ কার্য্যকারকেরা পর্ব্বতে কি সমুদ্রপথে যাইবার ছুটী পাইলে যে স্থানে ছুটী লন কি যে বন্দরে জাহাজে চড়েন সেই স্থান কি বন্দরহইতে যাওনঅবধি তাঁহাতে ফিরিয়া যাওনপর্য্যন্ত যত কাল লাগে তত কা-লের বেতন ঐ সাহেব তাঁহারদিগকে দিতে ক্ষমতা পান। হুজুরকৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কহেন যে চিহ্নিত কার্য্যকারকেরা পীড়াপ্রযুক্ত ছুটী পাইলে ও অচি-হ্নিত কার্য্যকারকেরা পীড়াপ্রযুক্ত ইউরোপে যাইবার ছুটী পাইলে উত্তর পশ্চিম দেশের লেপ্টেনেন্ট গবরনের সাহেবের পরামর্শ মতে কার্য্য হইবার বাধা নাই। কিন্তু

সরকারী কার্য্যকারকেরা আপন২ কর্ম্মের নিমিত্তে ছুটী লইলে তাঁহারদের এক স্থানহইতে অন্যস্থানে যাইবার ছুটীর নিমিত্তে স্বতন্ত্র এক দরখাস্ত করিতে হইবেক।— কিমান, ডিপ, তারত্য, গবর্ণ, ১৮৫৭ সালের ১৭ আপ্রিলের ১৮ নম্বরের নির্দ্ধারণ।

৩ অধ্যায়।

নিজ কর্ম্মের নিমিত্তে ছুটীর বিধি।

২৫। বেতন কর্ত্তন না হইয়া বৎসরেং এক মাস, কিম্বা বিচারকর্ত্তারদিগকে দেওয়ানী আদালতের নিয়মিত বন্দ হইবার কালে, অনুগ্রহের ছুটী দেওয়া যাইতে পারিবেক।—ছুটীর বিধির ৬ ধারা।

২৬। এক মাসের যে অনুগ্রহের ছুটী লইবার অনুমতি আছে তাহা যদি একেবারে লওয়া যায়, তবে তাহার পর এগার মাস অতীত না হইলে ঐ ছুটী দ্বিতীয়বার লওয়া যাইতে পারিবেক না। আর যদি মাস ভাঙ্গিয়া ছুটী লওয়া যায় তবে ছুটীর এক ভাগ অতীত হইলে পর ছয় মাস গত না হইলে অন্য ভাগ লওয়া যাইতে পারিবেক না।—ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্টে ভার, গবর্ণ, ১৮৫৬ সালের ২০ জুনের ২৭৪০ নম্বরের নির্দ্ধারণ।—বাঙ্গ, গেজ, ৪৭৯ পৃষ্ঠা।

২৭। অচিহ্নিত কার্য্যকারক যদি কোন বৎসরে খণ্ড করিয়া সেই এক মাসের ছুটী লন, তবে আগামি বৎসরে সম্পূর্ণ মাসের ছুটী একেবারে চাহিলে, পূর্ব্ব বৎসরের ছুটীর শেষ খণ্ডের পর ১১ মাস অতীত না হইলে পাইতে পারিবেন না। কিন্তু সেই ছুটী খণ্ড করিয়া লইতে

চাহিলে পূর্ব্ব বৎসরের শেষ খণ্ডের পর ছয় মাস অতীত হইলে পাইতে পারিবেন।—ফিনান্স, ডিপার্ট, তার, গবর্ণ, ১৮৫৬ সালের ২৯ আগস্টের ৪০ নম্বরের নির্দ্ধারণ।—বাঙ্গ, গেজ, ৫৭৪ পৃষ্ঠা।

২৮ হুজুর কৌন্সেলে শ্রীলশ্রীযুক্ত এই সাধারণ বিধি করিয়াছেন। অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরা এক মাসের যে অনুগ্রহের ছুটী পান তাহার অধিক কিছু দিনপর্য্যন্ত যদি কর্ম্মে উপস্থিত না হন, তবে এমন স্থলে চিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের জন্যে যে বিধি আছে সেই বিধি তাঁহারদেরও উপর খাটিবে, অর্থাৎ অচিহ্নিত কার্য্যকারকের অনুগ্রহের ছুটী অতীত হইলে যদি তিনি ফিরিয়া না আইসেন তবে যত কালপর্য্যন্ত সেইরূপে গরহাজির থাকেন তত কালের নিমিত্তে তাঁহার সকল বেতন ও উপরি টাকা রহিত হইবেক। আর যদি সেই ছুটীর অতিরিক্ত এক মাসের অধিক কাল সেইরূপে গরহাজির থাকেন তবে তাঁহার পদ খালী হইবেক।—ফিনান্স, ডিপার্ট, তার, গবর্ণ, ১৮৫৭ সালের ২৩ জানুআরির ৬ নম্বরের নির্দ্ধারণ।—বাঙ্গ, গেজ, ৭৪ পৃষ্ঠা।

২৯। ঐ এক মাস ছাড়া, উপযুক্ত কারণ প্রকাশ হইলে, নিজ কর্ম্মের নিমিত্তে ছয় মাসের অধিক না হয় ছুটী দেওয়া যাইতে পারিবেক। সেই কালপর্য্যন্ত ছুটী প্রাপ্ত ব্যক্তির বেতনের অর্দ্ধেক বর্ত্তন হইবেক। কিন্তু বৎসরে ৬০০০ টাকার হিসাবের অধিক না হয়।—ছুটীর নিয়মের ৭ ধারার ১ প্রকরণ।

৩০। অচিকিৎস্য কার্য্যকারকেরদের, ছুটীর ১৮৫৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখের বিধির ৬ ধারামতে কোন ব্যক্তিকে অনুগ্রহের ছুটী দেওয়া গেলে তাহার অব্যবহিত পরে তাঁহাকে বিশেষ কর্ম্মের নিমিত্তে ৭ ধারামতের ছুটী দেওয়া যাইতে পারিবেক না।—বাঙ্গ, গবর্ণ, ১৮৫৬ সালের ২৭ অক্টোবরের বিজ্ঞাপন।—বাঙ্গ, গেজ, ৬৬২ পৃষ্ঠা।

৩১। এই ধারামতে যে ছুটী দেওয়া যায়, তাহা ছুটীপ্রাপ্ত ব্যক্তির কর্ম্ম ত্যাগ করণের তারিখঅবধি তাঁহার প্রত্যাগমনের তারিখপর্য্যন্ত গণ্য হইবেক। সেই ছুটীহইতে কর্ম্মে ফিরিয়া যাইবার তারিখঅবধি ছয় বৎসর অতীত না হইলে সেই প্রকারের অন্য ছুটী দেওয়া যাইতে পারিবেক না। ছুটীপ্রাপ্ত ব্যক্তির ছুটীর কালে যত বেতন লইবার অনুমতি হয় তাহা তিনি কর্ম্মে প্রত্যাগমন না করিলে দাওয়া করিতে পারিবেন না।—ছুটীর বিধির ৭ ধারার ২ প্রকরণ।

৩২। এই ধারা ও ৬ ধারামতে যে ছুটী লওয়া যায় তাহা, পেন্সনের পূর্ব্বে যত কাল কার্য্য করিতে হয় তাহার মধ্যে গণ্য হইবেক।—ছুটীর বিধির ৭ ধারার ৩ প্রকরণ।

৩৩। কোন কার্য্যকারক ছুটী লইয়াছেন এমত সময়ে যদি তাঁহার মৃত্যু হয় তবে তাঁহার যত বেতনাদি পাওনা থাকুক তাহা তাঁহার উত্তরাধিকারিরা কি সংসারের কর্ত্তারা পাইতে পারিবেন।—ভার, গবর্ণ, ১৮৫৬ সালের ১৪ নবেম্বরের ৫৩ নম্বরের বিজ্ঞাপন। ৩ দফা।

৩৪। দৃষ্ট হইতেছে যে মান্দ্রাজে অচিহ্নিত কার্য্য-কারকেরা অনুমতি লইয়া যে ছুটী পাইতেন তাহা সকলই পেন্শ্যান পাইবার অগ্রে কার্য্য করিবার কালের মধ্যে গণ্য হইয়া আসিতেছে। এইক্ষণে সেই নিয়ম রহিত হইয়াছে বটে; কিন্তু ছুটীর নূতন বিধিমতে পেনশ্যান পাইবার অগ্রে কার্য্য করিবার কালের মধ্যে ছুটীর যত দিন গণ্য হইতে পারে তাহার অধিক দিনের ছুটীও যদি কোন কার্য্যকারকেরা পূর্ব্বে লইয়া থাকেন তথাপি তাহা কার্য্য করিবার কালের মধ্যে ধরা যাইবেক। —কোর্ট ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের ১৮৫৬ সালের ১৩ মের ৩৮ নম্বরের পত্রের ৪৪ দফা।

৩৫। পূর্ব্বলিখিত বিধিমতে চিকিৎসকের সার্টিফিকট-ক্রমে কিম্বা নিজ কর্ম্মের নিমিত্তে যে ছুটী দেওয়া যাইতে পারে তাহা ছাড়া, গবর্ণমেণ্ট বিশেষ গতিকে সরকারী কার্য্য করিবার সমুদয় কালের মধ্যে একবার কোন সময়ে বিশেষ কর্ম্মের নিমিত্তে আপনার বিবেচনামতে বারো মাসপর্য্যন্ত ছুটী দিতে পারিবেন। তৎপ্রযুক্ত কার্য্যকারককে পদহইতে তফাৎ করা যাইবেক না, কিন্তু বেতন চলিবেক না, ও পেন্শ্যানের পূর্ব্বে যত কাল কার্য্য করিতে হয় তাহার মধ্যে সেই বারো মাস ধরা যাইবেক না।—ছুটীর বিধির ৮ ধারা।

৩৬। কোন ব্যক্তি স্বত্ব বলিয়া এই বিধিমতে বিশেষ কর্ম্মের নিমিত্তে ছুটীর দাওয়া করিতে পারিবেন না। কেবল যদি সেইরূপ ছুটী দেওয়া গেলে সরকারী কর্ম্মের কোন প্রকারে ক্ষতি না হয়, তখন গবর্ণমেণ্টের কিম্বা

তাঁহাদের ক্ষমতা প্রাপ্ত কার্য্যকারকেরদের ইচ্ছা মতে সেই ছুটী দেওয়া যাইতে পারিবেক। আর ৬ ধারামতে যে ছুটী দেওয়া যায় তদ্ভিন্ন অন্য প্রত্যেক স্থলে, যে কারণে ছুটীর প্রার্থনা হয় তাহা ঐ ছুটী দিবার উপযুক্তমত গুরুতর কারণ আছে, ইহা বিবেচনা করিয়া নিশ্চয় করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য হইবেক।—ছুটীর বিধির ৯ ধারা।

৩৭। কর্ম্মে উপস্থিত না থাকিবার কালে যে বেতন পাইবার অনুমতি আছে, তাহা যদি কেহ ছুটীর কালে লইতে চাহেন, তবে পরে কোন কারণে সেই বেতনের কিছু কর্ত্তন করিতে হইলে, অতিরিক্ত যে টাকা তদ্রূপে দেওয়া গেল তাহা গবর্ণমেণ্ট ফিরিয়া পাইতে পারেন এই নিমিত্তে; গবর্ণমেণ্ট যত টাকার জামিনী ও যে জামিনীপত্র নির্দ্ধার্য্য করেন তাহা ঐ কার্য্যকারকের প্রথমে দিতে হইবেক।—ছুটীর বিধির ১০ ধারা।

৩৮। হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর বোধ করেন যে, বিধির ১০ ধারাতে যে জামিনীর কথা আছে তদনুসারে যদি কোন ব্যক্তিও জামিন হয় তবে তাহা যথেষ্ট হইবেক। অতএব তিনি ঐ জামিনীপত্রের এই পাঠ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সকল রাজধানীতে সেই পাঠে জামিনীপত্র লিখিতে হইবেক।

অমুক রাজধানীর (অর্থাৎ বাঙ্গালাদেশের কি মান্দ্রাজের কি বোম্বাইয়ের কি আগ্রার কি পঞ্জাবের) অচিহ্নিত দেওয়ানী কার্য্যকারক শ্রীযুত অমুকের এজেণ্ট আমি (কি আমরা) এই করার লিখিয়া দিতেছি, যে উক্ত কার্য্য-

কারক যত কাল রাজধানীহইতে গরহাজির থাকিবার অনুমতি পাইয়াছেন তাঁহার তত কালের বেতন ও উপরি টাকা আদায় করিবার অনুমতি যদি আমারদিগকে দেওয়া যায় তবে সরকারের হুকুমমতে কিছু টাকা পরে কর্ত্তন করিতে হইলে আমরা তাহার জন্যে দায়ী হইব অর্থাৎ তাঁহার যেপর্য্যন্ত টাকা আদায় করি সেইপর্য্যন্ত ঐ টাকার জন্যে দায়ী হইব। —ভার, গবর্ণ, ১৮৫৭ সালের ২ জানুআরির ১ নম্বরের বিজ্ঞাপন।

৩৯। উত্তর পশ্চিম দেশের গবর্ণমেণ্টর অধীন চিহ্নিত ও অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরা ইউরোপে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, যদি চলিত বিধিমতে তাঁহাদের গরহাজির থাকনকালে তাঁহাদের বেতনের কোন অংশ পাইবার অনুমতি হয়, তবে সেই বেতন তাঁহারা ইঙ্গলণ্ড দেশে কি এই দেশে আদায় করিতে চাহেন, এই কথা তাঁহারদের দরখাস্তের মধ্যে লিখিয়া জানাইতে হইবেক যদি এই দেশে দিতে হয় তবে কাহাকে দিতে হইবেক এই কথাও জানাইতে হইবেক। আর যাঁহাকে ঐ বেতন দিতে হইবেক তিনি হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের ১৮৫৭ সালের ২ জানুআরির ১ নম্বরের বিজ্ঞাপন মতের জামিনীপত্র লিখিয়া দিবেন। —উত্তর পশ্চিম দেশের গবর্ণমেণ্টের ১৮৫৭ সালের ২৪ জানুআরির ৫ নম্বরের বিজ্ঞাপন।

৪ অধ্যায়।

বেতন প্রভৃতির বিধি।

৪০। গবর্ণমেণ্টের অধীন কোন পদে যে কোন ব্যক্তি নিযুক্ত হন, তিনি যে তারিখে সেই কর্ম্মে উপস্থিত হন, তাহার পূর্ব্বের কোন কালের নিমিত্তে সেই পদের বেতন লইতে পারিবেন না।—তৃতীয় বিধির ১১ ধারা।

৪১। কোন পদে নিযুক্ত কোন কার্য্যকারক যদি সমান কি অধিক বেতনের অন্য পদে নিযুক্ত হন, তবে যাবৎ সেই পদের কর্ম্মে উপস্থিত না হন, তাবৎ ঐ নূতন পদের বেতনের যত টাকা গ্রহণ করিলে পুরাতন পদের তুল্য বেতন হয়, আপন নূতন পদের তত টাকা লইবেন। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে নূতন কর্ম্মে উপস্থিত হইবার যত কাল নীচের লিখিত বিধিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার অধিক কাল না লাগে। যদি লাগে তবে সেই অধিক কালের কিছু বেতন পাইবেন না।—তৃতীয় বিধির ১২ ধারা।

৪২। কোন কর্ম্মে উপস্থিত হইবার জন্যে যত দিন সাধারণমতে ধার্য্য হইল, তাহার এইরূপ হিসাব করিতে হইবেক, অর্থাৎ রবিবার ছাড়া দিনপ্রতি পদেরে [illegible] গমন করিলে যতকাল লাগে তত, ও যাইবার

নিমিত্তে প্রস্তুত হইবার এক সপ্তাহ। কিন্তু যখন অত্যা- বশ্যক হয় তখন যে কালের মধ্যে কোন স্থানে পঁহু- ছিতে হইবেক তাহা গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছামতে নির্দ্ধার্য্য করি- বেন।—ছুটীর বিধির ১৩ ধারা।

৪৩। ফিনানসিয়ল ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষের গবর্ণ- মেণ্ট গত মার্চ মাসের ২০ তারিখে এই বিধি করিয়া- ছেন। বন্দোবস্তের কার্য্যকারকেরা যখন এক জিলার মধ্যে কি অনেক জিলাতে কার্য্যবশতঃ ভ্রমণ করেন তখন তাঁহারা তদনুসারে কোন এক স্থানে দুই সপ্তাহ কিম্বা এক মাস থাকিলে তাঁহারদের পথখরচের জন্যে যত টাকা লইবার এইক্ষণে অনুমতি আছে তাহার কেবল অর্দ্ধেক লইতে পারিবেন। সেই কার্য্যকারকেরা যখন পথখরচের বিল পাঠাইবেন তখন মাসের মধ্যে যে২ স্থানে থাকিয়াছেন ও যে স্থানে যত দিন থাকেন তাহা বিশেষ করিয়া লিখিয়া জানাইবেন।—সিবিল আডিটর সাহেবের ১৮৫৭ সালের ২৭ আপ্রিলের বিজ্ঞাপন।

৪৪। কোন ব্যক্তি যখন কিঞ্চিৎ কালের নিমি- ত্তে কোন পদের কার্য্য করিতেছেন, তখন ঐ পদের প্রকৃত ব্যক্তি উপস্থিত না থাকাতে তাঁহার যত বেতন বাদ দেওয়া যায়, তিনি ঐ পদের তত বেতন লইবেন, ও যে কার্য্যকারক কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে অধিক বেতনের পদে কর্ম্ম করেন তাঁহার নিজ পদের বেতন সেই হিসাবে কর্ত্তন হইবেক। কিন্তু কোন কার্য্যকারকের

ছুটী লইয়া অনুপস্থিত থাকাপ্রযুক্ত গবর্ণমেণ্টের অধিক কিছু খরচ না লাগে।—ছুটীর বিধির ১৪ ধারা।

৪৫। অচিহ্নিত কার্য্যকারক যে মোকামে থাকেন সেই মোকামে যদি আপনার উপরিস্থ কোন কর্ম্মকারকের পদের কর্ম্মের ভার পান, তবে প্রথম মাসপর্য্যন্ত ঐ পদের কোন বেতন পাইবেন না।—ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৫১ সালের ১৭ জানুআরির ১১২ নম্বারের পত্র।

৫ অধ্যায়।

যে কার্য্যকারকেরা ১০০৲ টাকার কম বেতন পান তাঁহারদের বিধি।

৪৬। অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরা যত কালপর্য্যন্ত কর্ম্ম করিলে পেনসান পাইতে পারেন সেই কালের অতি যথার্থমতে হিসাব হয় এই নিমিত্তে এই গবর্নমেন্ট গত জুলাই মাসের ২১ তারিখে নির্দ্ধার্য্য করিয়াছিলেন যে, এই গবর্ণমেন্টের অধীনে সরকারী দপ্তরখানার ও ডিপার্টমেন্টের প্রধান কার্য্যকারক সাহেবেরা প্রতিবৎসরে মে মাসের ১ তারিখে নানা রাজধানীর সিবিল আডিটর সাহেবেরদের নিকটে ও মিলিটারী আডিটর জেনরল সাহেবেরদের নিকটে এক বার্ষিক রিপোর্ট পাঠান। অচিহ্নিত যে কার্য্যকারকেরদের ছুটী গেজেটে প্রকাশ না হয় তাঁহারা সিবিলসম্পর্কীয় অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর নূতন বিধিমতে গত বৎসরে যে ছুটী পাইয়াছিলেন তাহা সেই রিপোর্টে প্রকাশ হইবেক।—ভার, গবর্ণ, ১৮৬৭ সালের ৬ ফেব্রুআরির বিজ্ঞাপন।—বাঙ্গ, গেজে, ১২২ পৃষ্ঠা।

৪৭। এই নির্দ্ধারণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মান্দ্রাজের

গবর্ণমেণ্ট কহিয়াছেন যে, অচিহ্নিত যে কার্য্যকারকেরা ১০০৲ টাকা ও তাহার অধিক বেতন পাইয়া থাকেন কেবল তাঁহারদের পক্ষে ঐ নূতন বিধির ফল বর্ত্তে। অতএব অচিহ্নিত যে কার্য্যকারকেরা ১০০৲ টাকার কম বেতন পান তাঁহারদেরও উপরে ঐ বিধি খাটে এমত বোধ হয় না। গবর্ণমেণ্টের যদি এইরূপ অভিপ্রায় বটে, তবে যতকাল কর্ম্ম করিলে পর ঐ প্রকারের অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরা পেনস্যন পাইতে পারেন তাহার হিসাব করিলে তাঁহারদের ছুটীরও সমুদয় কাল তাহার মধ্যে ধরিবার কিছু আটক নাই। পরন্তু এই বিষয়ে নিশ্চিত হুকুমের প্রার্থনা হইতেছে। আরো মান্দ্রাজের সিবিল আডিটর সাহেব এই কথা উত্থাপন করিয়াছেন, যাঁহারদের মাসে এক শত টাকার কম বেতন হয় তাঁহারা ছুটী চাহিলে দফ্তরখানার প্রধান কর্ম্মকারকেরা আপনারদের বিবেচনমতে তাঁহারদের বেতনের এক অংশ বন্দ করিয়া, তাঁহারদের গরহাজির থাকিবার সময়ে যাঁহারা তাঁহারদের স্থলে কর্ম্ম করেন তাঁহারদিগকে ঐ অংশ দিয়া, ও সরকারে অধিক কোন খরচ না বাড়াইয়া, তাঁহারদিগকে পীড়িত হওয়ার সর্টিফিকটমতে কিম্বা আপনং কর্ম্মের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ কালের ছুটী স্বেচ্ছামতে দিতে পারেন কি না এই বিষয়েও নিশ্চিত হুকুমের প্রার্থনা হইতেছে।—ভারত গবর্ণ, ১৮৫৭ সালের ৬ ফেব্রুআরির বিজ্ঞাপন।—বাঙ্গেজ, ১৪২ পৃষ্ঠা।

৪৮। মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্টের এইরূপ প্রার্থনা হওয়া

হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর জেনরল বাহাদুর এই আজ্ঞা করিয়াছেন। অচিহ্নিত যে কর্ম্মকারকেরা ১০০৲ টাকার কম বেতন পান, তাঁহারদিগকে যখন দপ্তরখানার প্রধান কর্ম্মকারকেরা চিকিৎসকের সর্টিফিকট-ক্রমে কিম্বা তাঁহারদের কর্ম্মোপলক্ষে ছুটী দেন, তখন যে কার্য্যকারকেরা মাসে২ ১০০৲ টাকা ও তাহার অধিক বেতন পান তাঁহারদের নিমিত্তে যে বিধি করা গিয়াছে সেই বিধির ভাবানুসারে কার্য্য করিবেন। অচিহ্নিত যে কার্য্যকারকেরা ১০০৲ টাকার কম বেতন পান তাঁহারদিগকে যখন সেই প্রকারের ছুটী দেওয়া যায়, তখন গত জুলাই মাসের ২৫ তারিখের হুকুমে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেইরূপে ঐ ছুটীর রিপোর্ট সিবিল আডিটর সাহেবের কিম্বা মিলিটারি আডিটর জেনরল সাহেবের নিকটে করিতে হইবেক। আর সেই প্রকারের অচিহ্নিত কোন কার্য্যকারক ইতিপূর্ব্বে যে কোন ছুটী পাইয়াছেন, সেই ছুটী সিবিলসম্পর্কীয় অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর নূতন বিধিমতে যত কালের ছুটী পাইবার অনুমতি হয় তাহার অধিক হইলেও, শ্রীযুত অনরবিল কোর্ট অফ ডৈরেকটর্স সাহেবেরদের* নীচের লিখিত হুকুম অনুসারে কর্ম্ম করিবার কালের মধ্যে গণ্য হইবেক।—ভার, গবর্ণ, ১৮৫৭ সালের ৬ ফেব্রুআরির বিজ্ঞাপন।—বাঙ্গ, গেজ, ১৪২ পৃষ্ঠা।

---

* ১৮৫৬ সালের ৩৮ নম্বরের পত্রের ৪৩ দফা। এই পুস্তকের ৩৪ পৃঃ দেখ।

[ঋণশোধ করিতে অক্ষম হইলে।]

৪৯। হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহা- দুর এই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, রাজধানীতে নানা দফ্তরখানার যে প্রধান কার্য্যকারক সাহেবেরদের অধীন কর্ম্মকারকেরা গবর্ণমেন্টহইতে বেতন পান, তাঁহারদিগকে এইরূপ আদেশ করা যায় যে, যোত্রহীন ঋণিরদের আদা- লতে উপকার প্রার্থনা করিলে যে অপযশ হয় এই কথা তাঁহারা আপনারদের অধীন কর্ম্মকারকেরদের হৃদ্বোধ করান, আর তাহারদিগকে সতর্ক করিয়া জ্ঞাত করিবেন যে, তাহারদের যোত্রহীনতা যদি অকস্মাৎ দুর্ঘটনা কিম্বা অবাধ্য অন্য ব্যাপারে না হইয়া অনিয়মিত ও অপরিমিত ব্যয় করণের রীতিপ্রযুক্ত হইয়াছে দৃষ্ট হয় তবে যোত্রহীনের আদালতে তাহারদের উপকার প্রার্থনা করণ, তাহারদিগকে সরকারী কর্ম্মহইতে তগীর করিবার প্রচুর হেতু জ্ঞান হইবেক।—বোর্ড রেবিনিউর ১৮৫৬ সালের ১ ফেব্রুআরির ১ নম্বরের সরকুলর।—বাঙ্গ, গেজ ১৭৯ পৃষ্ঠা।

[এক কর্ম্ম ছাড়িয়া অন্য কর্ম্মে গেলে।]

৫০। কলিকাতার টাকশালের এক্টিং মাষ্টর সাহেব জানাইয়াছেন যে সম্প্রতি এক জন কামার মিস্ত্রি কিছু না কহিয়া টাকশাল ছাড়িয়া আলিপুরে লৌহার সাঁকোর কার- খানায় কর্ম্ম নিয়াছে। তাহাতে কোন প্রকারের সম্বাদ না দিয়া সরকারের কোন এক দফ্তরখানাহইতে সরকারী অন্য

দফ্তরখানায় কোন কর্ম্মকারককে গ্রাহ্য করা যায় ইহা অনুচিত বোধ করিয়া, হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর জেনরল বাহাদুর এই আজ্ঞা করিতেছেন। যখন কোন কেরানী কি কর্ম্মকারক সরকারী কোন দফ্তরখানা কি সিরিশতা ছাড়িয়া যায়, তখন সে যাঁহার নিকটে কর্ম্ম করিতেছিল তাঁহাকে সরকারী অন্য দফ্তরখানার কি সিরিশতার প্রধান সাহেব প্রথমে জিজ্ঞাসা না করিলে তাহাকে আপনার নিকটে কর্ম্ম দিবেন না।—ভার, গবর্ণ, ১৮৫৬ সালের ৩১ ডিসেম্বরের নির্দ্ধারণ।—বাঙ্গ, গেজ, ১৮৫৭। ২৮ পৃষ্ঠা।

পেন্স্যানের বিধি।

১ অধ্যায়।

১। কোন কার্য্যকারক বৃদ্ধ হইলে তাহাকে পেন্স্যান দিবার যে বিধি স্ুপ্রিম গবর্ণমেন্ট ১৮৩১ সালের ৪ জানু- আরি তারিখে করিয়াছিলেন তাহা প্রবল আছে। কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ঐ বিধি এই স্থলে প্রকাশ হইতেছে, আর কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবের- দের ও গবর্ণমেন্টের হুকুমমতে যে রীতি এইক্ষণে চলি- তেছে তাহা ব্যাখ্যা করিবার নোট ঐ বিধির সঙ্গে প্রকাশ করা গেল।—বোর্ড রেবিনিউর পেন্স্যানের বিধি।

২। এই অধ্যায়ের শেষে যে ফর্দ্দ আছে তাহাতে উপরিস্থ শ্রেণীর যে সরকারী চাকরেরদের নাম লেখা থাকে কেবল তাহারদিগকে বার্দ্ধক্যকালে পেন্স্যান দেওয়া যাইবেক। নীচস্থ শ্রেণীর চাকর ও সওয়ার ও অস্ত্রধারী কিম্বা শ্রেণী- বদ্ধ পেয়াদা ও জমাদার ও তৎসম্পর্কীয় অন্যান্য ব্যক্তি ও জাহাজের লশ্কর * ও দাঁড়ি মাজি ও কারিগর ও মজুর ও দাস পেন্স্যানের দাওয়া করিতে পারিবেক না।— পেন্স্যানের ১ বিধি।

---

* এই রাজধানীর জাহাজ ও আড়কাটির শিরিশ্তার মল্লা এই বিধানের মধ্যে গণ্য হইবেক না।

৩। যাহারদের এই বিধিমতে পেন্‌স্যান পাইবার স্বত্ব না থাকে তাহারা পেনস্যান পাইতে পারিবে এমত আশা তাহারদিগকে দিতে হইবেক না।—১ বিধির ১ নোট।

৪। সরকারী কর্ম্মে ইশ্‌তাকা দেওনের সময়ে পেন্‌-স্যানের নিয়ম করা যাইতে পারে, তাহার পরে নহে।—১ বিধির ২ নোট।

৫। এদেশীয় জজ্ঞ ও পণ্ডিত ও মৌলবী ব্যতীত দরখাস্তকারী যদি ন্যূন সংখ্যায় কুড়ি বৎসরপর্য্যন্ত সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত না ছিলেন, তবে তিনি পেন্‌স্যান পাইবেন না।—পেনস্যানের ২ বিধি।

৬। সেকসন রাইটরেরদিগকে পেনস্যান দেওন সময়ে তাঁহারদের সরকারী কর্ম্ম করিবার কাল মাসিক বিলের সংখ্যানুসারে এত মাস বলিয়া নির্ণয় হইবেক।—২ বিধির ১ নোট।

৭। যে সেকসন রাইটরেরা স্থিরতরভাবে নিযুক্ত আছেন কেবল তাঁহারাই পেনস্যান পাইতে পারিবেন, যাঁহারা কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে নিযুক্ত হন তাঁহারা পাইবেন না। তাঁহারদের শেষের ৬০ বিল যত টাকার হয় তাহার গড় হিসাব ধরিয়া পেনস্যান নিরূপণ হইবেক।—২ বিধির ২ নোট।

৮। পেনস্যান পাইবার দরখাস্ত যে ব্যক্তি করেন তিনি, যে কর্ম্মের জন্যে পেনস্যান দেওয়া যায় না সেই কর্ম্ম যত-

কাল করিয়াছেন, তাহা সরকারী কর্ম্ম করিবার কালের মধ্যে গণ্য হইবেক না।—২ বিধির ৩ নোট।

৯। অন্য ব্যক্তির বদলী হইয়া কখন কর্ম্ম করিলে, ঐ কর্ম্ম সরকারী কর্ম্মের মধ্যে গণ্য হইবেক না। যেহেতুক তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের একি সময়ে একি কর্ম্মের নিমিত্তে দুই দাওয়ার স্বীকার করা হয়।—২ বিধির ৪ নোট।

১০। সরকারী কর্ম্মকারক যত কালপর্য্যন্ত সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত হউন না কেন, তথাপি যদি অতি বৃদ্ধ হওয়াতে কিম্বা চিররোগ বা চক্ষুর দোষ কিম্বা অন্য শারীরিক বা মানসিক পীড়াপ্রযুক্ত কর্ম্ম করিতে অক্ষম হন, তবে তিনি পেনস্যন পাইতে পারিবেন, নতুবা নহে।—পেনস্যানের ৩ বিধি।

১১। ঐ সরকারী কর্ম্মকারক যে কার্য্যকারকের অধীন হইয়া কর্ম্ম করিয়াছেন তিনি যদি তাহার আচার ব্যবহার ও পূর্ব্বকার কর্ম্মের বিষয়ের সুখ্যাতির সর্টিফিকট না দেন, এবং যদি ঐ সর্টিফিকটের দ্বারা ঐ কর্ম্মকারক গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহের যোগ্য বোধ না হয়, তবে সেই ব্যক্তি পেন-স্যান পাইবেন না।—পেনস্যানের ৪ বিধি।

১২। পেন্‌স্যান পাইবার দরখাস্তকারী যে সিরিশ্‌তার লোক হন সেই সিরিশ্‌তার মধ্যে তাঁহার পেন্‌স্যান পাই-বার দরখাস্তের বিবেচনা ও নিষ্পত্তি হইবেক, যেহেতুক সেই ব্যক্তি যেপ্রকারে কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহা ঐ সিরিশ্‌-তার সাহেবেরা সুজ্ঞাত থাকিবেন।—৪ বিধির নোট।

১৩। যে সরকারী কার্য্যকারকের উপর পূর্ব্বোক্ত বিধি খাটে তাঁহাকে যখন পেন্‌সান দেওয়া উচিত বোধ হয় তখন সেই পেন্‌সান নীচের লিখনমতে নিরূপণ হইবেক।—পেনস্যানের ৫ বিধি।

১৪। যদি সেই ব্যক্তি নিশ্চয় কুড়ি বৎসরের অধিক কিন্তু ৩১ বৎসরের ন্যূন সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকেন, তবে পেন্‌স্যানের জন্যে দরখাস্ত করণের পূর্ব্বের ৫ বৎসরঅবধি যে মাহিয়ানা অথবা অনুমতিক্রমে পদের যে মেহনতানা পাইতেন তাহার হিসাব করিয়া মাসে২ যত টাকা পাইতেন তাহার তিন অংশের এক অংশের অধিক পেনস্যান পাইবেন না।—পেনস্যানের ৫ বিধির ১ প্রকরণ।

১৫। ঐ ব্যক্তি যদি ৩০ বৎসর বা ততোধিককাল সরকারী কর্ম্ম করিয়া থাকেন তবে উপরের লিখনমতে হিসাব করিয়া তাহার মাহিয়ানা অথবা অনুমতিক্রমে মেহনতানা যত হয় তাহার অর্দ্ধেকের অধিক পাইবেন না।—পেনস্যানের ৫ বিধির ২ প্রকরণ।

১৬। ১ প্রকরণে যে সময় অর্থাৎ কুড়ি বৎসর লেখা আছে, তাহার পরিবর্ত্তে পণ্ডিত ও মৌলবী এবং এদেশীয় জজেরদের পক্ষে ১৫ বৎসর ধরা যাইবেক। ও ২ প্রকরণে যে সময় অর্থাৎ ৩০ বৎসর লেখা আছে তৎপরিবর্ত্তে ঐ ঐ কার্য্যকারকের পক্ষে ২২ বৎসর ধরা যাইবেক।—পেনস্যানের ৫ বিধির ৩ প্রকরণ।

১৭। সরকারী চাকরের কার্য্যের ঝুঁকী ও পরি শ্রম এবং গুণ ও তাঁহার কর্ম্মের ভাব ও কর্ম্ম করি বার সময় বিবেচনা করিয়া তাঁহার পেন্‌সান ঐ নির্দ্দি সীমার মধ্যে ধার্য্য হইবেক।—পেনস্যানের ৫ বিধির প্রকরণ।

১৮। ষোল বৎসরের কম বয়স হইলে কোন ব্যক্তি রাইটর কি কেরাণী স্বরূপে সরকারের কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। যে তারিখে সরকারী কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন সেই তারিখঅবধি তাঁহার পেনসান পাইবার জন্যে কর্ম্ম করিবার কালের হিসাব হইবেক।—ভার. গবর্ণ ১৮৫৬ সালের ১৭ অকটোবর তারিখের ৪৯ নম্বরের বিজ্ঞাপন।—বাঙ্গ, গেজ. ৬৬৬ পৃষ্ঠা।

১৯। পেন্‌স্যানের হিসাব করণেতে কোন ব্যক্তির পদের বেতন ভিন্ন যে টাকা দেওয়া যায় তাহা ধরা যাই বেক না।—৫ বিধির ১ নোট।

২০। সরকারী পদের মেহনতানা যখন এক অংশ বেতন অন্য অংশ কমিস্যান কি রসুম হয় তখন পেনস্যান পাইবার দরখাস্তের তারিখের পূর্ব্বে ৫ বৎসরঅবধি যত কমিস্যান অথবা রসুম পাওয়া গিয়াছে তাহার গড় হিসাব ঐ বেতনের অতিরিক্ত ধরিতে হইবেক, এবং সেই বেতন ও সেই কমিস্যান ঐ ব্যক্তির প্রকৃত মাহি য়ানার ন্যায় গণ্য করিতে হইবেক ও তদনুসারে পেন্‌ স্যানের হিসাব করিতে হইবে।—৫ বিধির ২ নোট।

২১। ঘোড়ার ও তাম্বুর জন্যে যে টাকা দেওয়া যায়

তাহাও পেন্‌স্যানের টাকা নিরূপণের সময়ে হিসাবে ধরা যাইবেক।—৫ বিধির ৩ নোট।

২২। নাজিরের পেন্‌স্যানের টাকা নিরূপণের সময়ে তিনি তলবানার যে অংশ পাইতেন তাহা হিসাবে ধরা যাইবেক না।—পেনস্যানের ৫ বিধির ৪ নোট।

২৩। সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবার সমস্ত কাল-পর্য্যন্ত যে সকল লভ্য পাওয়া যায় তাহা ধরিয়া পেন্‌-স্যানের টাকা নিরূপণ হইবেক না। যদি কোন ব্যক্তির প্রতি সেইরূপ অনুগ্রহের অনুমতি হইতে পারে তবে সেই বিষয় শ্রীযুত অনরবিল কোর্ট অফ ডৈরেক্‌টর্স সাহেব-দিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবেক।—৫ বিধির ৫ নোট।

২৪। পণ্ডিত কি মৌলবী কি এদেশীয় জজ ও প্রকরণে [১৬] যতকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সমুদয় কাল ঐ২ কর্ম্ম না করিলে, ঐ প্রকরণে যে বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ হইয়াছে তদনুসারে পেনস্যান পাইবেন না।—৫ বিধির ৬ নোট।

২৫। ৩ প্রকরণের [১৬] লিখিত বিশেষ অনুগ্রহ কালেজের কি ইস্কুলের প্রিন্সিপলদিগকে ও প্রধান শি-ক্ষকদিগকে দেওয়া যাইবেক।—৫ বিধির ৭ নোট।

২৬। উত্তরকালে যখন সরকারী কার্য্যকারক সর-কারী কার্য্য করণেতে হত হয়, অথবা ঐ কর্ম্ম করণেতে আঘাতী হয় কি দৈবঘটনায় মরে, কেবল সেই স্থলে তাহার পরিবারকে কিম্বা পরিবারের কোন ব্যক্তিকে গবর্ণমেণ্ট পেন্‌স্যান দিবেন।—পেন্‌স্যানের ৬ বিধি।

২৭। এই প্রকার পেনস্যানের নিমিত্তে যে দরখা[illegible] কোর্ট অফ ডৈরেকটর্স সাহেবেরদের নিকটে পাঠান যা[illegible] তাহাতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট দরখাস্তকারিরদের পাওয়ার [illegible] যোগ্যতার বিষয়ে আপনার মত, ও তাঁহাদের দৈন্যদশা কি অন্য দশার বিষয়ে আপনার জ্ঞান, ও তাঁহারা ইউ রোপীয় কি এদেশীয় লোক, ও তাঁহারদের বয়স্, যাঁহাদের প্রতিপালন করিতে হয় তাঁহারদের এমত কোন পুত্র কন্যা আছে কি না, যদি থাকে তবে তাহার দের বয়স্ লিখিবেন।—৬ বিধির ১ নোট।

২৮। যদি অসাধারণরূপে কার্য্য হইয়াছে, কিম্বা সরকারী কর্ম্ম করিবার সময়ে আঘাত হইয়াছে, কিম্বা অন্ধতাপ্রভৃতি যে মহাপীড়াপ্রযুক্ত কোন প্রকারের কর্ম্ম করা অসাধ্য হয় তদ্দ্বারা সরকারী কর্ম্মহইতে হয় নিবৃত্তি হইয়াছে, তবে বিধি বর্জ্জিয়া কার্য্য হইতে পারে নতুবা হইতে পারিবেক না।—৬ বিধির ২ নোট।

২৯। যেং গতিকের বিষয়ে এই বিধানের মধ্যে কোন নিয়ম নাই, অথবা যে কোন গতিকে বিশেষ কারণপ্রযুক্ত গবর্ণমেণ্ট এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া কোন ব্যক্তিকে পেনস্যান দেন, সেইং গতিকে ঐ পেনস্যান কেবল কত কালের নিমিত্তে দেওয়া যায়, এবং যাবৎ শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা মঞ্জুর না করেন তাবৎ তাহা স্থিরতর হইবেক না এমত জ্ঞান করিতে হইবেক।—পেন্স্যানের ৭ বিধি।

৩০। যাঁহারা সরকারী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণেতে আঘাত

হইয়া সরকারী চলিত কর্ম্ম করিতে অক্ষম হন, কিন্তু তথাপি জীবিকা চালাইবার জন্যে কিছু কর্ম্ম করিতে পারেন, তাঁহারা আপনাদের মাসিক বেতনের চারি অংশের এক অংশ পেন্‌সান পাইতে পারিবেন।—৭ বিধির ১ নোট।

৩১। পেনসানভোগী যে কর্ম্ম করেন তাহার বেতন যদি পেনসানের অধিক হয় তবে তিনি কর্ম্মের বেতন বলিয়া কেবল ঐ অধিক টাকা লইবেন। যদি কর্ম্মের বেতন ও তাঁহার পেনসান সমান হয় তবে তাঁহার যে পেনস্যান তাহাই পাইবেন।—জেন, ডিপ, ১৮৪৬ সালের ২০ মার্চের সরকুলের।

৩২ কিন্তু অল্প২ বেতনের কর্ম্মের বিষয়ে কিম্বা যে কর্ম্ম অল্পকালের নিমিত্তে হয় এমত কর্ম্মের বিষয়ে ঐ বিধি খাটিবে না।—উত্তর পশ্চিম দেশের গবর্ণমেণ্টের ১৮৫১ সালের ১২ আগষ্টের হুকুম।

৩৩। চৌকীদারের সরকারী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণকালে কোন অঙ্গের হানি হইলে তাহার পেন্‌স্যান হইতে পারিবেক।—৭ বিধির ২ নোট।

৩৪। যে অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরা পেন্‌সানের কর্ম্মের মধ্যে গণ্য হন না তাঁহারা কর্ম্ম ত্যাগ করিলে কিছু পুরস্কার পাইবেন না।—৭ বিধির ৩ নোট।

৩৫। বৃদ্ধ হওয়াই বিশেষ পেন্‌স্যান পাইবার হেতু, এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না। বিশেষ পেন্‌সান কেবল

অতি শ্রেষ্ঠরূপে যোগ্য হওয়ার প্রমাণস্বরূপে দেওয় উচিত।—৭ বিধির ৪ নোট।

৩৬। বিশেষ গতিকে কোন ব্যক্তিরা বিদায় হইলে তাঁহারা কর্ম্ম করিতে নিতান্ত অপারক না হইলেও পেন্‌সান পাইতে পারিবেন।—৭ বিধির ৫ নোট।

৩৭। যখন সরকারী কোন কর্ম্মকারককে পেন্‌সান দেওনের নিমিত্তে গবর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত করা যায়, তখন ঐ দরখাস্তের মধ্যে এই এই বিষয়ের সম্পূর্ণ ও বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিতে হইবেক।—পেনসানের ৮ বিধি।

৩৮। যে ব্যক্তির নিমিত্তে পেনস্যানের দরখাস্ত হয় তাঁহার নাম, ও তাঁহার সম্প্রদায়, অথবা জাত্যংশ, এব তাঁহার বয়ঃক্রম, ও যে স্থানে সে ব্যক্তি বাস করিতে চাহেন, ও দরখাস্ত করণের সময়ে যে পদে নিযুক্ত থাকেন এবং সরকারী কর্ম্মে ঐ ব্যক্তি যতকাল নিযুক্ত ছিলেন, ও সময়ে২ যে নানা সরকারী কার্য্য করিয়াছেন তাহা —৮ বিধির ১ প্রকরণ।

৩৯। দরখাস্ত করণের তারিখের পূর্ব্বে পাঁচ বৎসরে ঐ ব্যক্তি যে মাহিয়ানা অথবা পদসম্পর্কীয় যে মেতনতানা পাইয়াছিলেন তাহা হিসাব করিয়া গড়ে মাসে যত টাকা হয় তাহা।—৮ বিধির ২ প্রকরণ।

৪০। যে কারণপ্রযুক্ত ঐ ব্যক্তি আপন পদের কার্য্য চালাইতে অক্ষম হইয়াছেন অর্থাৎ অত্যন্ত বার্দ্ধক্য অথবা চিররোগ, কি চক্ষুর দোষ, কিম্বা শারীরিক বা মানসিক পীড়া তাহা।—পেনসানের ৮ বিধির ৩ প্রকরণ।

৪১। তাঁহার সাধারণ আচার ব্যবহার, এবং সরকারী যে নানা পদে নিযুক্ত ছিলেন তাহাতে যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন তাহা।—পেনস্যানের ৮ বিধির ৪ প্রকরণ।

৪২। যে কর্ম্মের নিমিত্তে পেনসান দেওয়া যায় না, দরখাস্তকারী সরকারী এমত কর্ম্ম কিছুকাল করিলেও, যখন তাঁহার কর্ম্মপ্রযুক্ত তিনি বিশেষ অনুগ্রহের যোগ্য হন তখন তাঁহার প্রশংসনীয় কার্য্যের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ হইতে পারিবেক। অতএব দফ্তরখানার প্রধান কার্য্যকারকেরা যখন পেনস্যানের নিমিত্তে দরখাস্ত পাঠান, তখন দরখাস্তকারী সেং পদে কর্ম্ম করিয়াছেন, ও তাঁহার কর্ম্ম করিবার যাবৎকাল তিনি সময়েং আপন পদোপলক্ষে যে হারে বেতন পাইয়াছেন, এই কথা উপযুক্ত ঘরে লিখিবেন।—পেনস্যানের ৮ বিধির ১ নোট।

৪৩। দেওয়ানী কর্ম্মের পেনসান পাইবার নিমিত্তে কর্ম্ম করিবার কালের হিসাব করিলে সৈন্যসম্পর্কীয় কর্ম্ম করিবার কাল ধরা যাইবেক না।—পেনস্যানের ৮ বিধির ২ নোট।

৪৪। যদি কোন লোক ভিন্ন রাজ্যেতে কর্ম্ম করিয়া থাকেন, পরে সেই রাজ্য ইঙ্গরাজী গবর্ণমেণ্টের অধিকারে আইলে যদি সেই লোক ইঙ্গরাজী গবর্ণমেণ্টের অধীনে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হন, তবে ভিন্ন রাজ্যের অধীনে যত কাল কর্ম্ম করিয়াছিলেন তত কালের কর্ম্মের উপলক্ষে তিনি পেনস্যানের সাধারণ বিধিমতে পেনসান

পাইতে পারিবেন না।— ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের ১৮৫৩ সালের ৩০ আগষ্টের নির্দ্ধারণ।

৪৫। যে কার্য্যকারক কোন সরকারী চাকরের নিমিত্তে পেনস্যনের দরখাস্ত করেন, তিনি যদি নিজের জানা শুনার দ্বারা, অথবা আপনার পদপ্রযুক্ত যাহা অবগত হইয়াছেন তাহার দ্বারা, উপরের লিখিত সমস্ত বিশেষ২ বৃত্তান্ত লিখিতে না পারেন, তবে যে ব্যক্তির পক্ষে তিনি দরখাস্ত করেন তাঁহাকে উক্ত যে২ বিষয়ের আবশ্যক হয় তাহার এক লিখিত কৈফিয়ৎ দিতে হুকুম করিবেন, এবং যদি আবশ্যক হয় তবে সেই কৈফিয়তের সত্যতার বিষয়ে সে ব্যক্তি শপথ বা স্বকৃতি করিবেন।—পেনস্যনের ৯ বিধি।

৪৬। সাধারণ বিধি এই যে, পেনস্যনের জন্যে যাঁহারা দরখাস্ত করেন তাঁহারা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে আপনারদের দরখাস্তের লিখিত কথা সাব্যস্ত করিবেন।—পেনস্যনের ৯ বিধির নোট।

৪৭। যদি ঐ ব্যক্তি চিররোগ অথবা চক্ষুর দোষ বা অন্য শারীরিক কি মানসিক পীড়াপ্রযুক্ত চাকরী করিতে অক্ষম হন, তবে চিকিৎসকের সেই কথার এক সর্টিফিকট ঐ দরখাস্তের সঙ্গে পাঠাইতে হইবেক।—পেনস্যনের ১০ বিধি।

৪৮। চিকিৎসকের সর্টিফিকটে পীড়ার ভাব ও সেই পীড়া অনিয়মিত কি অপরিমিত আচারের দ্বারা হইয়াছে কি না এই কথা লেখা উচিত।—পেনস্যনের ১০ বিধির ১ নোট।

৪৯। কোনং স্থানে চিকিৎসকের সর্টিফিকটের প্রায় আবশ্যক নাই বটে, তথাপি অচিহ্নিত কার্য্যকারক শরীরের কি মনের দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিবার প্রার্থনা করিলে, তাঁহার পীড়াপ্রভৃতির বিষয়ে চিকিৎসকের সাক্ষ্য লওয়ার নিয়ম হইলে উত্তম হয়। অতএব সেই নিয়ম রহিত না হয় আমাদের এই ইচ্ছা।—কোর্ট অফ ডৈরেকটর্স সাহেবেরদের ১৮৫৬ সালের ৬ ফেব্রুআরির ১১ নম্বরের পত্রের ৩৪ দফা।

৫০। কোর্ট অফ ডৈরেকটর্স সাহেবেরদের উপরের লিখিত আজ্ঞার উপলক্ষে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর ১৮৫৫ সালের ১৭ সেপ্টেম্বরের নির্দ্ধারণ বাতিল করিয়া আজ্ঞা করিতেছেন যে, পেনসানের দরখাস্ত করা গেলে তাহার সঙ্গে চিকিৎসকের সর্টিফিকট সর্ব্বদাই দিতে হইবেক।—ভার, গবর্ণ, ১৮৫৬ সালের ১১ আপ্রিলের ১৩১৬ নম্বরের নির্দ্ধারণ।

৫১। পেনস্যন পাইবার দরখাস্তকারিরদের উচিত যে অকর্ম্মণ্য লোকেরদের বিচারার্থ কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হন। তাহা যখন হইতে না পারে তখন যে কার্য্যকারক পেনসান দিবার পরামর্শ দেন তিনি যেং গতিকপ্রযুক্ত ঐ বিধি পালন হইতে পারিল না তাহা জ্ঞাত করিবেন।—পেনস্যনের ১০ বিধির ২ নোট।

৫২। যে কার্য্যকারকেরা ৩৫ বৎসর কি তাহার অধিক কাল উপযুক্তমতে কর্ম্ম করিয়াছেন তাঁহারদের পেনস্যন দিবার বিষয়ে কোর্ট অফ ডৈরেকটর্স সাহেবেরদের ১৮৫৪

সালের ৫ মে তারিখের ১৮ নম্বরের পত্রের ৯ দফাহইতে এই কথা গৃহীত হইয়াছে :—

"এইক্ষণকার চলিত বিধিমতে যে অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরা পেনস্যন পাইতে পারেন তাঁহারদের মধ্যে কেহ যদি কর্ম্ম করিতে না পারিয়া চিকিৎসকের সর্টিফিকট বিনা সরকারী কর্ম্ম ত্যাগ করিবার অনুমতি পাইতে পারেন ও ৩৫ বৎসরপর্য্যন্ত আপনার কর্ম্ম বিশ্বস্ত ও উত্তমরূপে করিয়াছেন এমত নিশ্চিত প্রমাণ পত্র যদি দেখাইতে পারেন, তবে তিনি শেষ পাঁচ বৎসরঅবধি যে বেতন পাইতেন তাহার অর্দ্ধেকের পেনস্যান তাঁহাকে দিতে তোমাকে ক্ষমতা দিলাম। ঐ পেনসান ভালমতে কর্ম্ম করিবার পুরস্কার বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবেক কিন্তু তাহা পাওনা বলিয়া কেহ কখন তাহার দাওয়া করিতে পারিবেন না। আর তুমি যখন কোন কাহাকে পেনস্যান দিবার উপযুক্ত কারণ জানিবা তখন সেই কথা রিপোর্ট করিতে হইবেক ও সেই কারণের এক লিখন তাহার সঙ্গে দিতে হইবেক"।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৫৪ সালের ১৩ অকটোবর তারিখের ৩৩ নম্বরের সরকুলর অর্ডর।— বাঙ্গ, গেজ, ৬৭২ পৃষ্ঠা।

৫৩। পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে পেনসানের জন্যে যে প্রত্যেক দরখাস্ত হয় তাহা পেনসানের দরখাস্তকারী যে দপ্তরে নিযুক্ত ছিলেন তাহার অধ্যক্ষ সাহেব গবর্ণমেণ্টের নিকটে পত্রের দ্বারা জ্ঞাপন করিবেন এবং তাহার সঙ্গে পশ্চাৎ লিখিত পাঠানুসারে পৃথক্ এক তক্তা কাগজে এক রেজিষ্টর পাঠাইবেন।—পেনস্যানের ১১ বিধি।

৭৪। যে জন পেনস্যান পান তাঁহার মরণপ্রভৃতি কোন কারণে তাঁহার পেনসান রহিত হইলে, তাহার পর যত শীঘ্র হইতে পারে তাহার সম্বাদ সিবিল আডিটর সাহেবকে দিতে হইবেক, এবং যেং খাজানাখানাহইতে ঐ পেনস্যান দেওয়া যায় তাহার নানা অধ্যক্ষেরদের (অর্থাৎ কালেক্টর সাহেবেরদের) উচিত যে ঐ পেনস্যান রহিত হওনের রিপোর্ট করিবার নিমিত্তে আপনার সিরিশ্‌তায় কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, এবং ঐ নিয়মের অন্যাচরণ করণের বিষয়ে ঐ ব্যক্তি এবং খাজানাখানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকেরা গবর্ণমেন্টের নিকটে দায়ী হইবেন।—পেনস্যানের ১২ বিধি।

৭৫। পেনসানের টাকা ইঙ্গলণ্ডে দেওয়া যাইবেক না। —পেনসানের ১২ বিধির নোট।

৭৬। পেনসানের টাকা যদি ছয় মাসের অধিক কাল বাকী পড়ে তবে সিবিল আডিটর সাহেবের দ্বারা গবর্ণমেন্টের স্পষ্ট অনুমতি না হইলে তাহা পাওয়া যাইতে পারিবেক না। কিন্তু সরকারী কোন কার্য্যকারকের কর্ম্মের ত্রুটি হইলে, কিম্বা তাঁহার হুকুম মতে কি কোন কার্য্যক্রমে যদি ঐ পেনস্যান স্থগিত হয় ও সেই কার্য্য নিবারণ করিতে পেনসানভোগি ব্যক্তির কোন ক্ষমতা না থাকে, তবে সেই কথা সিবিল আডিটর সাহেবকে জানান গেলে তিনি ঐ বাকী পেনস্যান দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিম্বা উপযুক্ত বোধ করিলে গবর্ণমেন্টকে জানাইবার জন্যে ও গবর্ণমেন্টের হুকুম পাইবার নিমিত্তে

ঐ কথার লিখন গবর্ণমেন্টের সাক্ষাতে অর্পণ করিবেন —পেনস্যনের ১৩ বিধি।

৫৭। রেবিনিউ সম্পর্কীয় পেনসানভোগিদের পেনস্যান যদি বারোমাসের অধিক নয় এমত কোন কাল পর্য্যন্ত বাকী পড়ে, তবে সেই পেনসানভোগী যে তারিখে মরে ও তাহার পেনসানের টাকা যাঁহারা চাহেন তাঁহারা মৃত ব্যক্তির আইনমতো উত্তরাধিকারী বটেন এই কথা রাজস্বের কমিসানর সাহেব নিশ্চয় মতে স্থির করিলে ঐ বাকী টাকা দিবার অনুমতি করিতে পারিবেন। যদি বারোমাসের অধিক কালের পেনসান বাকী হয় তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে সেই কথা জানাইতে হইবেক —পেনস্যনের ১৩ বিধির ১ নোট ও বোর্ড রেবিনিউর ১৮৫৬ সালের ১৬ জুলাইর ৬ নম্বরের স্মারক লিপি।— বাঙ্গ, গেজ, ৪৬৬ পৃষ্ঠা।

৫৮। এক বৎসরের অধিক কাল পেনসানের টাকা লইবার ত্রুটি হইলে, যদি পেনস্যনভোগির হাজির না হইবার উপযুক্ত কারণ দর্শাইতে না পারা যায় তবে তাহার দাওয়া অন্যথা হইতে পারিবেক। এক বৎসরের অধিক কাল পেনসানভোগির উপস্থিত না হওয়া প্রযুক্ত যে পেনস্যান রহিত হইয়াছে তাহা পুনরায় দিতে ও যত টাকা সেই প্রকারে দেনা হয় তাহাও দিতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের ক্ষমতা আছে।—পেনসানের ১৩ বিধির ২ নোট।—ঐ ঐ।

৫৯। অচিহ্নিত যে কার্য্যকারকেরা পেনস্যান পান

তাঁহারদের কেহ মরিলে, তাঁহার যে কিছু পেনস্যান পাওনা থাকে তাহা পাইবার প্রার্থনা তাহার মরণের পরে ছয় মাসের মধ্যে করিতে হইবেক। ছয় মাসের পর ঐ প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবেক না।—ভার, গবর্ণ, ১৮৫৬ সালের ২২ ফেব্রুআরির ১০ নম্বরের বিজ্ঞাপন। বাঙ্গ, গেজ, ২৪০ পৃষ্ঠা।

৬০। পেনস্যানের কোন টাকা যদি দুই বৎসরপর্য্যন্ত না লওয়া যায় তবে আর দেওয়া যাইবেক না, ও পেনস্যানভোগীর নাম আডিট ডিপার্টমেণ্টের বহিহইতে উঠাইয়া ফেলা যাইবেক।—ফিনানসিয়ল ডিপার্টমেণ্ট গবর্ণমেণ্টের ১৮৫৬ সালের ১৪ নবেম্বরের ৫২ নম্বরের বিজ্ঞাপন।—বাঙ্গ, গেজ, ৬৭৬ পৃষ্ঠা।

৬১। বর্ত্তমানকালে যে সকল পেনস্যান স্থগিত রহিয়াছে তাহা গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুমতি না হইলে পুনরায় দেওয়া যাইতে আরম্ভ হইবেক না।—ঐ ঐ।

৬২। সিবিল আডিটর সাহেবের উচিত যে অন্যান্য পেনস্যানের বিষয়ে যেমত করিয়া থাকেন সেইমত রেবিনিউ সিরিশ্তার পেনস্যানের বিষয়ে মনোযোগপূর্ব্বক কর্ত্তৃত্ব করেন এবং এনিমিত্তে বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত যে কোন পেনস্যান দেওনেতে উক্ত কোন বিধির ব্যতিক্রম হইয়াছে তাহার সম্বাদ গবর্ণমেণ্টকে দেন। কিন্তু যদি সিবিল আডিটর সাহেবকে স্পষ্টরূপে জানান যায় যে, কোন বিশেষ গতিকে এই বিধির অন্যথায় কোন বিশেষ হুকুম করা গিয়াছে তবে

তাহা গবর্ণমেন্টকে জানাইবার আবশ্যক হইবেক না।— পেনস্যানের ১৪ বিধি।

৬৩। সিবিল আডিটর সাহেবের আরো কর্ত্তব্য যে হিসাবী প্রত্যেক বৎসরের শেষে, যত পেনস্যান রহিত হইয়াছে ও যত নূতন পেনস্যান দেওয়া গিয়াছে তাহার তুলনা করিয়া এক কৈফিয়ৎ দাখিল করেন। এবং পেনস্যানভোগি ব্যক্তির মরণোত্তর চাতুরী করিয়া পেনস্যান বজায় রাখণের ব্যবহার নিবারণ হয় এই নিমিত্তে, ঐ কার্য্যকারকের উচিত যে মনুষ্যের আয়ুর দীর্ঘতা বুঝিয়া গড়ে সামান্যতঃ যত লোক মরিবার অপেক্ষা হইতে পারে এবং প্রতিবৎসরে পেনস্যানভোগি ব্যক্তিরদের মধ্যে কত জন মরিয়াছে এই উভয়ের সময়েং তুলনা করেন। এবং যত পেনস্যানভোগি ব্যক্তিরদের মরণের অপেক্ষা হইতে পারে যদি তত লোক না মরিয়া থাকে তবে এই বিষয়ে চাতুরী হইয়াছে কি না ইহা তহকীক করিয়া যাহা অবগত হন তাহা গবর্ণমেন্টকে জানান।— পেনস্যানের ১৫ বিধি।

[শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের ১৮৫৩ সালের ১৫ আগস্ট তারিখের ৭৫ নম্বরের হুকুম। বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের ১৮৫৫ সালের ১৭ নবেম্বর তারিখের ১৪১৫ নম্বরের হুকুম।]

৬৪। বার্দ্ধক্যকালের পেনস্যান যে ব্যক্তি প্রার্থনা করেন তাঁহার সাধারণমতে প্রয়োজন যে আবশ্যক কালপর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম করিয়া থাকেন। পরন্তু যদি

তাঁহার কর্ম্ম করিবার কালের বিচ্ছেদ হয়, তবে ঐরূপ কর্ম্ম করিবার দুই কালের মধ্যে বারোমাসের অধিক ফাক না গেলে, ঐ কার্য্যকারক কর্ম্ম ত্যাগ করিবার কালে যখন পেনসানের হিসাব করেন, তখন ঐ বিচ্ছেদপ্রযুক্ত তাহার পূর্ব্বের কাল ধরিবার বাধা হইবেক না। কিন্তু কর্ম্ম করিবার কালের সেই প্রকার হিসাব ধরিবার ক্ষমতা কেবল ঐ দুই কালের বিষয়ে হইতে পারিবেক, তাহার অধিক নয়। যদি অন্য কোন সময়ে কর্ম্মের বিচ্ছেদ হয়, তবে তাহার পর যে কর্ম্ম করা যায় তাহা পূর্ব্ব কর্ম্মের সঙ্গে অবিচ্ছেদে কর্ম্ম জ্ঞান হইবেক না। পরন্তু যদি অচিহ্নিত কোন কর্ম্মকারক অনুচিত কর্ম্মের নিমিত্তে তগীর হইয়া পুনরায় কর্ম্মে নিযুক্ত হন তবে এই বিধি খাটিবেক না। এমত স্থলে তাঁহার কর্ম্মের বিচ্ছেদ যত স্বল্প কাল হউক, তৎপূর্ব্বে তাঁহার কর্ম্ম করিবার কালে পেনসানের হিসাব করণ সময়ে ধরা যাইবেক না।—পেনসানের ১৬ বিধি।—বাঙ্গ, গেজ, ১৮৫৬ সাল ৩০১ পৃষ্ঠা।

৬৫। দেওয়ানী ও মিলিটারী সকল কার্য্যকারক সাহেব যখন অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের পেনসানের জন্যে দরখাস্ত পাঠান, তখন দরখাস্তকারী অবিচ্ছেদে কর্ম্ম করিয়াছিলেন কি না, আর যদি না করিয়াছেন তবে কত কালপর্য্যন্ত ও কি গতিকে তাঁহার কর্ম্মের ফাক যায়, এই কথা আপনারদের সিরিশ্তার কর্দ্দ দেখিয়া লিখিবেন।—ভার, গবর্ণ, ১৮৫৫ সালের ২৫ আপ্রিলের

১৭০১ নম্বরের নির্দ্ধারণ।—বাঙ্গ, গেজ, ১৮৫৬ সাল ৮১ পৃষ্ঠা।

৬৬। অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরা যতকালপর্য্যন্ত কর্ম্ম করিলে পেনসান পাইতে পারেন সেই কাল কর্ম্ম করিয়াছেন কি না ইহার প্রতি যথার্থ হিসাব হইবার জন্যে হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর আজ্ঞা করিয়াছেন যে নানা গবর্ণমেন্টের অধীন সরকারী দফ্তরখানার ও সিরিশ্তার প্রধান কার্য্যকারকের প্রতি এই আদেশ হয় যে, অচিহ্নিত যে কার্য্যকারকেরদের ছুটীর কথা গেজেটে প্রকাশ না হয় তাঁহারদিগকে বৎসরের মধ্যে যে ছুটী দেওয়া যায় তাহার এক রিটর্ন প্রতিবৎসরের মে মাসের ১ তারিখে নানা রাজধানীর সিবিল আডিটর সাহেবদিগকে কি মিলিটারী আডিটর জেনরল সাহেব দিগকে দেন।—ভার, গবর্ন, ১৮৫৬ সালের ১১ আগষ্ট তারিখের নির্দ্ধারণ।—বাঙ্গ, গেজ, ৫৪০।

[ছুটীর বিধির ৩১ ও ৩৩ ও ৪৬ প্রকরণ দেখ।]

৬৭। হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর জেনরল বাহাদুর দেখিয়াছেন যে

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট কিম্বা স্থানবিশেষের গবর্ণমেন্ট যে স্থলে কোন কাহার পেনসান পাইবার অনুমতি দেন সেই স্থলে যদি দরখাস্তকারী গবর্ণমেন্টের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবার কালে দরখাস্ত করেন তবে যে তারিখে সরকারের কর্ম্ম ত্যাগ করেন সেই তারিখঅবধি তাঁহা

পেনস্যান চলে।—ভার, গবর্ণ, ১৮৫৬ সালের ২১ ফেব্রুআরির নির্দ্ধারণের ১ বিধি।

৬৮। ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট কিম্বা স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট যে স্থলে কোন কাহার পেনস্যান পাইবার অনুমতি দেন সেই স্থলে যদি দরখাস্তকারী দরখাস্ত করণের সময়ে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মে না থাকেন তবে তাঁহার পেনস্যান পাইবার অনুমতি যে তারিখে দেওয়া যায় সেই তারিখঅবধি তাঁহার পেনস্যান চলে।—ঐ ঐ ২ বিধি।

৬৯। শ্রীযুক্ত কোর্ট অফ ডৈরেকটর্স সাহেবেরদের স্থানে যখন পেনস্যানের অনুমতি পাওয়া যায় তখন ঐ কোর্টের পত্র যে গবর্ণমেণ্টের নামে লেখা যায় তাঁহার নিকটে যে তারিখে পঁহুছে সেই তারিখঅবধি পেনস্যান চলে।—ঐ ঐ ৩ বিধি।

৭০। যদি তারিখ বিশেষমতে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে তবে সুতরাং সেই তারিখঅবধি পেনস্যান চলে।—ঐ ঐ ৪ বিধি।

৭১। উক্ত সকল বিধিতে আপত্তি হইতে পারে না জানিয়া হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুর আজ্ঞা করেন যে সেই বিধি সকল লোকের নিকটে প্রকাশ করা যায় ও তদনুসারে কার্য্য করা যায়।—ঐ ঐ।

৭২। পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে দেওয়ানী সিরিশ্তার যে২ শ্রেণীর তাবেদার যে কর্ম্মকারকেরা গবর্ণমেণ্টের স্থানে বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত পেনস্যানের দাওয়া করিতে পারেন তাঁহারদের ফিরিস্তি :—

রেজিষ্টর ও প্রধান কেরাণী ও আক্কৌন্টেন্ট।

১০ টাকার উর্দ্ধ মাহিয়ানাভোগী ইন্‌স্পেক্‌সর, একজা- মিনর, রীডর, পুস্তকাধ্যক্ষ, মহাফেজ, তরজমাকারক, দো- ভাষী, ইংরাজী ও দেশীয় কেরাণী, মুনশী, জওয়াবনবীস, ইঙ্গরেজী ও এদেশীয় হিসাবরাখিয়া ও মুহুরীর ও মুৎসুদ্দী ও গোমাস্তা ও কারকুন।

প্রধান খাজাঞ্চী।

রাজস্বের এদেশীয় প্রধান আমলা ও সিরিশতাদার ও দেওয়ান।

জিলার রাজস্বের এদেশীয় প্রধান কর্ম্মকারক ও তহ সীলদার।

আমিলদার, পেশকার, আমীন, জিলার প্রধান কর্ম্ম- কারক ও পোলীসের দারোগা।

ব্যবস্থাদায়ক, মৌলবী, কাজী, পণ্ডিত, মুফ্তী।

এদেশীয় জজ ও সদর আমীন ও মুনসেফ।

আদালতের প্রধান আমলা ও নাজির।

৭৩। পেনস্যানের বিধির উপকার বিস্তারিত হইবে নীচের লিখিত কার্য্যকারকেরদের প্রতি বর্ত্তে :—

বিদ্যাধ্যাপনের সিরিশতার কার্য্যকারকেরা।

জেলরক্ষক ও জেল দারোগা।

জরিপী সিরিশতার কার্য্যকারকেরা।

জেলখানার ও সদর স্থানের এদেশীয় চিকিৎসক।

সাবেক প্রবিনসাল বাটালিয়ন অর্থাৎ প্রদেশের তৈনাতি পল্টনে যত কাল কর্ম্ম করা যাউক তাহাতে পেনস্যানের কোন দাওয়া হইতে পারে না। কিন্তু কটকের পাইক

অমুক [illegible] বক্সিকাপ্রভুক্ত পেনস্যান পাইবার দরখাস্তের রেজিষ্টর। অমুক তারিখে গবর্ণমেণ্ট যে বিধি জারী করেন তদনুসারে দেওয়া গেল।

সংখ্যা	বিষয়		
১	যে ব্যক্তি পেনস্যান প্রার্থনা করেন তাঁহার ও তাঁহার পিতার নাম।		
২	সিরিস্তায় তাহার নম্বর।		
৩	দরখাস্তকারিকে নিশ্চয় জানিবার চিহ্ন।		যে কোন দাগ উঠান যায় না তাহা কি অন্য চিহ্ন কি কায়ের স্বাভাবিক কোন দোষ।
৪	পরিমাণ।	ফুট।	
		ইঞ্চি।	
৫	দরখাস্ত [illegible] সময়ে [illegible] কারির [illegible]	বৎসর।	
		মাস।	
		দিন।	
৬	ধর্ম্ম কি জাতি কি বংশ।		
৭	যে স্থানে বাস করেন।	প্রদেশ কি জিলা।	
		পরগণা।	
		গ্রাম।	
৮	এইক্ষণে যে কর্ম্ম করেন।		
৯	কর্ম্মের [illegible]		দরখাস্তকারী যে তারিখঅবধি যে তারিখপর্য্যন্ত যে২ পদে কর্ম্ম করিয়াছেন সে২ পদের খ্যাতি ও যে কার্য্যকারকেরদের অধীনে কর্ম্ম [illegible], ও সরকারী যে২ [illegible] ছিলেন সেই২ পদে যত মাসিক বৃত্তি কি বেতন পাইতেন তাহা লেখ।
১০	সর্ব্বশুদ্ধ যত কাল কর্ম্ম করিয়াছেন।	বৎসর।	
		মাস।	
১১	দরখাস্তকারী অনবরত কর্ম্ম করিয়াছিলেন কি না।		
১২	কতকাল ও কি গতিকে তাঁহার কর্ম্মের ফাক যায়।		
১৩	গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করিবার তারিখ।		
১৪	দরখাস্ত করিবার তারিখের পূর্ব্বে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত গড় মাসিক বেতন কিম্বা পালোওয়ান যত টাকা মাসে২ পাইবার অনুমতি পান।	টাকা।	
		আনা।	
		পাই।	
১৫	দরখাস্ত করিবার সময়ে বেতন কিম্বা পালোওয়ান যত টাকা মাসে২ পাইবার অনুমতি পান।	টাকা।	
		আনা।	
		পাই।	
১৬	দরখাস্ত করিবার হেতুর চুম্বক।		
১৭	দপ্তরখানার প্রধান কার্য্যকারকের মন্তব্য কথা।		
১৮	মাসে২ যত পেনস্যান দিবার অনুরোধ হয়।		
১৯	পেনস্যান পাইবার অনুমতি হইলে যে খাজানা-খানাহইতে পেনস্যান লইতে চাহেন।		
২০	গবর্ণমেণ্টের হুকুম।		

মন্তব্য। পেনসানের বিধিতে যে বিস্তারিত বৃত্তান্ত লিখিবার আজ্ঞা হইয়াছে তাহা [illegible] রেজিষ্টর বাহির হইল না এমত জানিতে হইবেক।

(দপ্তরখানার প্রধান কার্য্যকারকের দস্তখৎ।)

পল্টনের যে ব্যক্তিরা মাসে ১০৲ টাকার অধিক বেতন পাইয়া থাকে তাহারদের বিষয়ে ঐ বিধি খাটিতে পারে।

৭৪। নীচের লিখিত কার্য্যকারকেরদের পেনসান পাইবার স্বত্ব নাই এমত প্রকাশ হইয়াছে।—

যে কার্য্যকারকেরা ১০৲ টাকা ও তাহার কম বেতন পায়।

অচিহ্নিত যে কার্য্যকারকেরা ফিরিশ্তার জন্যে ধার্য্যমতে টাকা পাইয়া থাকে তাহারদের আমলারা।

খাজাঞ্চীরদের মাতবরীতে যে পোদ্দারেরা নিযুক্ত হয়।

সব-আসিস্টাণ্ট চিকিৎসক।

গবর্ণমেণ্টের উকীল।

সারজন ও বেলিফ।

২ অধ্যায়।

পেনসান দেওনের বিধি।

৭৫। পেনস্যনের টাকা প্রকৃত ব্যক্তিকে দেওয়া যায় এই বিষয়ে কালেক্টর সাহেবেরা নিজে দায়ী আছেন। এই বিষয়ে চাতুরী নিবারণের জন্যে, ও বিশেষতঃ যাহারা যাবজ্জীবন পেনসান পাইবে তাহারদের কেহ মরিলে তাহার সম্বাদ ঠিক সময়ে পাইবার নিয়ম করণের জন্যে অত্যন্ত সতর্কতার আবশ্যক। এই২ বিধি সিবিল আডিটর সাহেবের দফ্তরখানার বিধি।—বোর্ড রেবিনিউর পেনস্যনের বিধি।

[সিবিল আডিটর সাহেবের ১৮৩০ সালের ২০ নবেম্বর তারিখের সরকুলর।]

৭৬। খাজানাখানার ভার যে কার্য্যকারকেরদের প্রতি আছে তাঁহারদের ও পলিটিকাল রেসীডেন্ট সাহেবেরদের প্রতি আজ্ঞা হইতেছে যে তাঁহারা পেনস্যনভোগি প্রত্যেক ব্যক্তিকে C চিহ্নিত নকশামতে এক সর্টিফিকট দেন। ও পেনস্যনভোগির হাতে অন্য যে কোন সর্টিফিকট কি সনদ থাকে তাহার তলব হইয়া বাতিল করা যাইবেক ও তাহা দাওয়ার সম্পর্কীয় কাগজপত্রের শামিল করা যাইবেক।—ঐ ঐ।

[সিবিল আডিটর সাহেবের ১৮৩০ সালের ৩০ নবেম্বর তারিখের সরকুলর।]

২৭। ঐ সর্টিফিকটের ডুপ্লিকেট কিম্বা পরিষ্কার অক্ষরে লিখিত তাহার নকল দপ্তরখানার এক বহীতে সর্ব্বদাই গাঁথা যাইবেক। সর্টিফিকটে যে নম্বর থাকে সেই নম্বরক্রমে তাহা সাজাইয়া রাখিতে হইবেক। ইহার অভিপ্রায় এই, যে পেনসানের রেজিষ্টর করা যায় আর চাতুরীক্রমে যে কোন কথা সর্টিফিকটে লেখা যায় কি উঠাইয়া দেওয়া যায় তাহা অনায়াসে ধরা পড়ে। এই যে রেজিষ্টর করিবার আজ্ঞা হইতেছে তাহা মিলিটারী ডিপার্টমেন্টে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের ১৮২০ সালের ২২ আপ্রিল তারিখের সাধারণ হুকুমের নির্দ্দিষ্ট রেজিষ্টরের সঙ্গে মিলে।* আরেঃণ্টেন্ট সাহেবের কার্য্যের রীতিদর্শক পুস্তকের ৬৬

* "শঠ লোকেরদের আপনারদিগকে প্রকৃত পেনসানভোগির ন্যায় দর্শান আরও সুকঠিন করিবার জন্যে, যে কার্য্যকারকেরা পেনসানের টাকা দিলি করেন তাঁহারা পেনসানভোগি একং ব্যক্তির কর্ম্মকরণ কালে তাহার অতিগুরুতর কার্য্যের বৃত্তান্ত ও তাহার আয়ুর অতিগুরুতর ব্যাপার মনোযোগ করিয়া আপনার বহীতে লিখিয়া রাখিবেন ও সেইরূপ করিয়াছেন এই কথা পেনসানের ফর্দ্দের সেই বিষয়ের ঘরে লিখিবেন। পরে কোন সময়ে সন্দেহ হইলে তাঁহারা ঐ কেতাব দেখিতে পারিবেন"।—শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের ১৮২০সালের ২২ আপ্রিলের সাধারণ হুকুম ৬ দফা। —টাকা দেওনের ও আডিট করণের বিধি ৪৬৫ পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা দেখ।) পেনস্যানভোগিকে টাকা দেওয়া গেলে ঐ রেজিষ্টর রাখা যাইতেছে এই কথা ঐ টাকার সকল বিলের উপর নির্দ্দিষ্ট পাঠানুসারে লিখিতে হয়।—ঐ ঐ।

[সিবিল আডিটর সাহেবের ১৮৩০ সালের ৩০ নবেম্বর তারিখের সরকুলের।]

৭৮। ঐ সর্টিফিকটের তৃতীয় এক নকল উপর্য্যুক্তমতে দস্তখৎ হইয়া সিবিল আডিটর সাহেবের দফ্তরখানায় পাঠাইতে হইবেক। এই বিষয়ে যদি কিছু ত্রুটি হয় তবে তাহা না পাঠাওনপর্য্যন্ত পেনস্যানের টাকা দেওয়া বন্দ হইবেক। ও যে কার্য্যকারক টাকা বিলি করেন তাঁহার শিরে ঐ টাকা বন্দ হওনের ঝুঁকী পড়িবেক।—ঐ ঐ।

[সিবিল আডিটর সাহেবের ১৮৩০ সালের ৩০ নবেম্বর তারিখের সরকুলের।]

৭৯। যে পুরুষেরা পেনস্যান পায় তাহারদের পেনস্যান যতবার বাহির হয় ততবার হাজির হইতে হইবেক ও সর্টিফিকটে যে চেহারার ফর্দ্দ আছে তাহার সঙ্গে মিলাইয়া তাহারাই প্রকৃত ব্যক্তি ইহা নিশ্চয় করাইতে হইবে। কিন্তু যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা প্রকৃত ব্যক্তি বটেন কি না ইহা নিশ্চয় করাইবার জন্যে প্রকাশরূপে উপস্থিত হইতে চাহেন না, তাঁহারদের অনাবশ্যক কোন দুঃখ না দেওনের নিমিত্তে ঐ কার্য্য গোপনে হইতে পারে. কিম্বা কালেক্টর সাহেবের নিজ বাটীতে হইতে পারে। যে স্ত্রীলোকেরা পেনস্যান পায় তাহারাই প্রকৃত ব্যক্তি

কি না ইহা কোন স্ত্রীলোকের দ্বারা নিশ্চয় জানিতে হইবেক। সেই কার্য্যের নিমিত্তে স্ত্রীলোক সময়েং নিযুক্ত হইবেক। সিবিল আডিটর সাহেবের ঐ পেনসানের বিল সাকরিয়া দিবার জন্যে, ঐ ব্যক্তিরাই প্রকৃত ব্যক্তি ইহা নিশ্চয় জানাইবার দস্তখৎকরা এক পত্র কি সর্টিফিকট আবশ্যক দলীল। ঐ সর্টীফিকট মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ১৮২৪ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর্ তারিখের সাধারণ হুকুমের নির্দ্দিষ্ট পাঠে * লিখিতে হইবেক। (আকৌণ্টেণ্ট সাহেবের কর্ম্মের রীতিদর্শক পুস্তকের ৬৬ পৃষ্ঠা দেখ) ও তাহা প্রতিমাসের বিলের নিম্নভাগে লিখিতে হইবেক।—ঐ ঐ।

* আমি আপন মানপূর্ব্বক শপথ করিয়া জানাইতেছি যে পেনসানভোগি যে ব্যক্তিরদের নাম এই হিসাবে লেখা আছে তাহারদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে পেনসানের সর্টিফিকটের সঙ্গে অতি সূক্ষ্মরূপে মিলাইলে পর তাহারদের টাকা আমার সাক্ষাতে নিতান্ত দেওয়া গিয়াছে আর যখন কোন ব্যক্তি প্রকৃত ব্যক্তি নহে এমত সন্দেহ করিবার কোন কারণ ছিল তখন তাহার দাওয়ার উপযুক্ততা নিশ্চয় করিবার নিমিত্তে সাধ্যমতে সকল তদারক করা গিবাছিল।

আরো জানাইতেছি যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ১৮২০ সালের ২২ আপ্রিল তারিখের সাধারণ হুকুমের ৬ দফাতে (সিবিল আডিটর সাহেবের ১৮৩০ সালের ৩০ জুন্ের তারিখের সরকুলমে) যে রেজিষ্টর করিবার আজ্ঞা আছে

[১৮০৩ সালের ২৪ আইনের ১৩ ধারা ও বোর্ড রেবিনিউর ১৮১৩ সালের ২ জুলাইয়ের সরক্যুলর অর্ডর।]

৮০। পেনস্যনভোগি ব্যক্তিরদের পীড়া হইলে কি অন্য উপযুক্ত কারণ থাকিলে তাহার প্রমাণ হৃদ্বোধ মতে দিতে হইবেক। তাহা হইলে ক্ষমতা প্রাপ্ত উকীলকে পেনস্যানের টাকা দেওয়া যাইতে পারিবেক। কিন্তু ছল চাতুরী না হয় এইজন্যে কালেক্টর সাহেবের সতর্কতার উপায় করিতে হইবেক। আর পেনস্যনভোগি ব্যক্তি আছে ও হাজির হইতে অপারক ইহার প্রমাণ দিতে সময়েং আজ্ঞা করিবেন।—ঐ ঐ।

[সিবিল আডিটর সাহেবের ১৮৩০ সালের ৩০ নবেম্বর তারিখের সরক্যুলর।]

৮১। পেনস্যনভোগি ব্যক্তিরদের দোকর রসিদ ৭ চিহ্নিত পাঠানুসারে লওয়া যাইবেক। এক থান আডিট হইবার জন্যে বিলের সঙ্গে পাঠাইতে হইবেক। অন্য খান কালেক্টর সাহেবের কি রেসিডেণ্ট সাহেবের দফ্তরখানায় রাখিতে হইবেক।—ঐ ঐ।

তাহা উচিতমতে রাখা যাইতেছে ও সন্দেহের স্থলে আমি তাহা দেখিয়া থাকি।

শ্রী অমুক।

টাকা বিলিকরণিয়া কার্য্যকারক।

— গবরনর জেনরল বাহাদুরের ১৮২৮ সালের ১৬ সেপ্টেম্বরের ২৭৮ নম্বরী হুকুম। টাকা দিবার ও আডিট করিবার বিধি ৫১৯ পৃষ্ঠা।

D চিহ্নিত পাঠ।

বাসস্থান কিম্বা কালেক্টরী কাছারী। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ প্রভৃতি।

অমুক জিলার শ্রীযুত কালেক্টর সাহেবের স্থানে অমুক তারিখের অমুক নম্বরের চেহারার সর্টিফিকট অনুসারে আমি অমুক মাসের (কি অমুক সালের) আমার পেনস্যানের বাবৎ এত টাকা বুঝিয়া পাইলাম।

শ্রী অমুক।

পেনস্যান বিলিকরণিয় কার্য্যকারক।

— শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের ১৮২৮ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখের ২৭৮ নম্বরী সাধারণ হুকুম। —টাকা দেওনের ও আডিট করণের বিধি ৫১৯ পৃষ্ঠা।

[১৮০৩ সালের ২৪ আইনের ১৩ ধারা। বোর্ড রেবিনিউর ১৮১৩ সালের ২ জুলাই তারিখের সরকুলর অর্ডরের ৫ দফা। ১৮৩১ সালের ১ ফেব্রুআরি তারিখের পেনস্যানের বিধির ১৩ দফা। বোর্ড রেবিনিউর ১৮৩৩ সালের ১১ ফেব্রুআরি তারিখের সরকুলর অর্ডরে বোর্ডের নিকটে গবর্ণমেন্টের ১৮৩৩ সালের ৫ ফেব্রুআরি তারিখের হুকুম।]

৮২। পেনস্যানের টাকা যে সময়ে দেনা হয় তাহার পর ছয় মাসপর্য্যন্ত যদি টাকার দাওয়া না হয়, তবে যে ব্যক্তি সেই টাকা পাইত সেই ব্যক্তি মরিয়াছে কি না, কালেক্টর সাহেব ইহা তদারক করিয়া তদনুসারে সিবিল আডিটর সাহেবকে জানাইবেন।—ঐ ঐ।

[সদর বোর্ড রেবিনিউর নিকটে গবর্ণমেণ্টের ১৮৩১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর তারিখের হুকুম।]

৮৩। চাতুরী না হইবার জন্যে যে সকল উপায় লেখা হইয়াছে সেই সকল উপায় সন্ত্রান্ত পদের পেনস্যানভোগি পুরুষ ও স্ত্রীর বিষয়ে স্থগিত করিতে, সদর্ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের প্রতি ক্ষমতার্পণ হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক স্থলে তাঁহারা সিবিল আডিটর সাহেবের নিকটে আপনারদের হুকুমের রিপোর্ট করিবেন ও চাতুরী না হইবার জন্যে তাঁহারা নিয়মিত সেই উপায়ের পরিবর্ত্তে অন্য যে উপায় করিয়াছেন তাহা বিশেষমতে জানাইবেন।—ঐ ঐ।

[পোলিটিকাল ডিপার্টমেণ্টে গবর্ণমেন্টের ১৮৩১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তারিখের হুকুম।]

৮৪। উচ্চং পদের রাজসম্পর্কীয় যে পেনস্যানভোগি ব্যক্তির নিজ গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের কি লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেবের এজেণ্ট সাহেবের অধীন আছেন, তাঁহারদের কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে স্বয়ং উপস্থিত হইতে হইবেক না। কিন্তু এমত সকল স্থলে পেনস্যানের বিল যখন আডিট হইবার নিমিত্তে সিবিল আডিটর সাহেবের নিকটে পাঠান যায় তখন তাহাতে এজেণ্ট সাহেবের দস্তখৎ করিতে হইবেক। এই প্রকারে পেনস্যানভোগি যে জীবিত আছেন এই কথার উপলক্ষে এজেণ্ট আপনি দায়ী হন।—ঐ ঐ।

৮৫। আদালতের ডিক্রী জারী করিবার জন্যে পেনস্যানের টাকা ক্রোক হইতে পারে না।— পেনস্যানের সাধারণ বিধির ৮ প্রকরণ।

৮৬। আগ্রার আকৌণ্টেট সাহেবের সঙ্গে এই নিয়ম করা গিয়াছে যে ঐ রাজধানীর যে সকল পেনস্যান বাঙ্গলা দেশে দেওয়া যায় ও বাঙ্গলা দেশের যে সকল পেনস্যান ঐ রাজধানীতে দেওয়া যায় তাহা হুণ্ডীর দ্বারা দেওয়া যইবেক।—আকৌণ্টেন্ট জেনরল সাহেবের ১৮৫৫ সালের ২৫ জানুআরি তারিখের সরকুলর ১ দফা। —বাং, গেজ, ২০৯ পৃষ্ঠা।

৮৭। উত্তর পশ্চিম দেশে যাহারা যাবজ্জীবনের জন্যে বৎসরে ১২৲ টাকার অধিক পেনস্যান না পায় ও পঞ্জাব দেশে যাহারা ২০৲ টাকার অধিক পেনস্যান না পায় তাহারদের পেনস্যানের পরিবর্ত্তে নীচের লিখিত * হিসাব-

---

* আগ্রার সিবিল আডিটর সাহেবের ১৮৫৩ সালের রীতি-দর্শক বহীর ১০০ পৃষ্ঠা বৎসরে২ (এক) ১৲ টাকার পেনস্যানের পরিবর্ত্তে মোট যত টাকা দিতে হয়।

বয়স।	টাকা।	বয়স।	টাকা।
১০ বৎসরের কম। ...	১৩৲	৪৫ বৎসর অবধি ৫০ বৎসরপর্য্যন্ত।	৯।০
১০ বৎসরঅবধি ২০ বৎসরপর্য্যন্ত।......	১২॥০	৫০ ঐ ৫৫ ঐ	৯৲
২০ ঐ ২৫ ঐ	১২৲	৫৫ ঐ ৬০ ঐ	৮৲
২৫ ঐ ৩০ ঐ	১১॥০	৬০ ঐ ৬৫ ঐ	৭৲
৩০ ঐ ৩৫ ঐ	১১৲	৬৫ ঐ ৭০ ঐ	৬৲
৩৫ ঐ ৪০ ঐ	১০॥০	৭৫ বৎসরের ঊর্দ্ধে।	৫৲
৪০ ঐ ৪৫ ঐ	১০৲		

মতে কতক টাকা একেবারে মোটে দিয়া পেনস্যান বন্দ হইয়া থাকে।—ভার, গবর্ণ, ১৮৫৭ সালের ৩০ জানুআরির ৮ নম্বরের নির্দ্ধারণ।

৮৮। বৎসরে২ পেনস্যানের অল্প টাকা না দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে কতক টাকা গোটে দেওয়া ভাল বোধ করিয়া হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর আজ্ঞা করিয়াছেন যে ভারতবর্ষের সকল রাজধানীর মধ্যে বৎসর ২০৲ টাকাপর্য্যন্ত যাবজ্জীবনের যে সকল পেনস্যান দেওয়া যায় তাহার উপর ঐ বিধি খাটে। —ঐ ঐ।।

৩ অধ্যায়।

খালাসীপ্রভৃতির মৃত্যু হইলে তাহারদের পরিবারকে টাকা দিবার কথা।

৮৯। কোন খালাসীরা কি মুটিয়ারা কি মজুরেরা যদি সরকারের অধীনে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবার সময়ে হত হয়, কিম্বা আঘাতী হইয়া মরে, কিম্বা কোন দৈবঘটনায় মরে, তখন তাহারদের পরিবার লোকেরদিগকে কিছু টাকা দিবার প্রার্থনা হইলে, সেই বিষয়ে কোন ছল চাতুরী না হয় এই জন্যে হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর জেনরল বাহাদুর নীচের লিখিত বিধি করিয়াছেন।—ভার, গবর্ণ, ১৮৫৬ সালের ৪ জুলাইর ২৮ নম্বরের বিধি।

৯০। উক্ত প্রকারের মজুরপ্রভৃতি যদি আঘাতী হইয়া কিম্বা দৈবঘটনায় মরে, তবে যে তারিখে ঐরূপে আঘাতপ্রভৃতি হয় সেই তারিখঅবধি ছয় মাসের মধ্যে না মরিলে তাহার পরিবারের লোকেরা টাকার জন্যে দরখাস্ত করিলেও সেই দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবেক না।—ঐ ঐ। ১ প্রকরণ।

৯১। ঐ মৃত লোকের স্ত্রী থাকিলে, কিম্বা তাহা-হইতে যাহারদের প্রতিপালন হইত এমত পুত্র কি কন্যা কি পিতা কি মাতা থাকিলে, ঐ রূপ দরখাস্ত হইতে পারে, নতুবা নয়।—ঐ ঐ। ২ প্রকরণ।

৯২। ঐ মৃত ব্যক্তি যে সিরিশ্তায় কর্ম্ম করিত তাহার প্রধান কর্ম্মকারক তাহার পরিবারের প্রার্থনার উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন।—ঐ ঐ। ৩ প্রকরণ।

৯৩। যাহারা ঐ টাকা পাইতে চাহে তাহারা নিজে ঐ কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে আসিবেক। ও তাহারদের সঙ্গে যাহারদের কোন সম্পর্ক নাই এমত সাক্ষী পাওয়া যাইতে পারিলে তাহারদের সাক্ষ্য তিনি লইয়া, ঐ লোকেরা ঐ টাকা পাইবার যোগ্য কি না এই কথা নির্দ্ধার্য্য করিবেন। যদি উদাসীন লোকের সাক্ষ্য পাওয়া যাইতে না পারে ও কেবল বন্ধু কুটুম্বেরদের সাক্ষ্য লওয়া যায় তবে তিনি সেই কথা লিখিয়া রাখিবেন। সকল সাক্ষিকে জানাইতে হইবেক যে ঐ মৃত ব্যক্তির যে সকল কথা তাহারদের নিতান্ত জ্ঞাতসার থাকে তাহা ছাড়া তাহারা আর কিছু না কহে, আর যাহা সত্য নয় এমত কোন কথা কহিলে তাহারদের বিচার হইয়া দণ্ড হইবেক।—ঐ ঐ। ৪ প্রকরণ।

৯৪। এই বিষয়ে উক্ত কার্য্যকারক সাহেব যে কিছু জানিতে পান তাহার সার কথা এক নকশামতে লেখা যাইবেক। সেই নকশা এই বিধির শেষভাগে আছে। যে লোক টাকা চাহে তাহার যোগ্যতার কথা যে প্রমা-

েতে সাব্যস্ত হয়, ও যে জন মরিয়াছে তাহার নাম ও তাহার যে কর্ম্ম ছিল, ও তাহার মরণ যেরূপ আঘাত প্রভৃতিতে হয়, ও তৎপ্রযুক্ত যে জন টাকা প্রার্থনা করে সেই জন ঐ লোকের যে কুটুম্ব ছিল, এই সকল কথা ঐ নকশাতে সংক্ষেপ ও স্পষ্টরূপে লেখা থাকিবেক।—ঐ ঐ। প্রকরণ।

৯৫। যাহারা তদ্রূপ টাকা পাইবার দরখাস্ত করিতে পারে তাহারদের নাম এই বিধির ২ প্রকরণে (৯১) লেখা আছে। কিন্তু যদি সেই প্রকারের অনেক কুটুম্ব ঐ টাকা পাইবার দরখাস্ত করে তবে তাহারদের যোগ্যতার বিচার হইয়া তাহারদিগকে এই ক্রমে যোগ্য জ্ঞান হইবেক।

প্রথম। পুত্র (ঔরসজাত).
দ্বিতীয়। স্ত্রী।
তৃতীয়। কন্যা (ঔরসজাতা)
চতুর্থ। পিতা।
পঞ্চম। মাতা।

—ঐ ঐ। ৬ প্রকরণ।

৯৬। মৃত ব্যক্তি যেপ্রকারে কর্ম্ম করিত ও তাহার যেপ্রকারে আঘাত হইয়া মরণ হইয়াছিল ও তাহার কুটুম্বগণের সঙ্গতিপ্রভৃতি বুঝিয়া, এই বিধিমতে টাকা দেওয়া যাইতে পারিবেক। কিন্তু তাহার ছয় মাসের মাহিয়ানার অধিক কখনও দেওয়া যাইবেক না।—ঐ ঐ। ৭ প্রকরণ।

৯৭। সরকারী কর্ম্মকরণ কালে যাহারা মরে ও যাহারদের পরিবারের লোকেরা এই রাজধানীর বিধি রীতি মতে পেনস্যান পাইতে না পারে কেবল তাহারদের জন্যে এই সকল বিধি বিশেষমতে করা গিয়াছে বটে। তথাপি যাহারা বারুদখানাতে ও হস্তী ধরিবার কর্ম্মেতে ও অসাধারণ আশঙ্কাজনক অন্যং কর্ম্মেতে নিযুক্ত থাকে তাহারদের পরিবারের জন্যে পেনস্যানের দরখাস্ত হইলে, তাহারদের ও অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের পেনস্যানের বিধিমতে (২৬) যাহারা পেনস্যান পাইবার দরখাস্ত করে তাহারদের প্রতিও এই বিধি বর্ত্তে এমত জানিতে হইবেক।—ঐ ঐ। ৮ প্রকরণ।

৯৮। পরন্তু গবর্ণমেণ্ট সেই প্রকারের লোকেরদের পরিবারকে যে অবশ্য টাকা দিবেন, কিম্বা পেনস্যান দিলেও তাহা যে যাবজ্জীবন দিবেন এমত প্রতিজ্ঞা করেন না।—ঐ ঐ। ৯ প্রকরণ।

নকল।

অমুক ব্যক্তি কিছু টাকা কি পেনসান পাইবার দরখাস্ত করিয়াছে তাহার যোগ্যতার বিচার কার্য্যের সারসংগ্রহ এই।

যে জন টাকা চাহে তাহার চেহারা।								মৃত ব্যক্তির বর্ণনা।						
নাম।	বয়স্‌।		লম্বাই।		ধর্ম্ম কি জাতি কি বংশ।	চেহারা ও বিশেষ দাগ।	বর্ত্তমান যে অবস্থা ও উত্তর কালে যে অবস্থার সম্ভাবনা ও সরকারহইতে কিছু বেতন কি পেনসান পাইয়া থাকে কি না।	মৃত ব্যক্তির যে কুটুম্ব হয়।	নাম।	যে কর্ম্ম যত কাল করিয়াছে।	যে আঘাতে মরণ হয়।	যোগ্যতা সাব্যস্ত করিবার জন্যে যে সাক্ষিরা উপস্থিত হয় তাহারদের নামাদি।	যত টাকা দিবার প্রস্তাব হয়।	সাহেবের রিকোর্ড ও মন্তব্য কথা।
	বৎসর।	মাস।	ফুট।	ইঞ্চি।										

ক্রোড়পত্র।

ফোর্ট উলিয়ম। ফিনানসিয়ল ডিপার্টমেন্ট।

১৮৫৭ সাল ২৭ জুন। ২৫ নম্বর।

বিজ্ঞাপন।

২৮ ক। ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের নামে, শ্রীযুত অনরবিল কোর্ট অফ ডৈরেক্‌-টর্স সাহেবেরদের ১৮৫৭ সালের ১৭ আপ্রিল তারিখের ২৮ নম্বরের পত্রহইতে গৃহীত নীচের লিখিত কথা সকল লোকের জানিবার জন্যে প্রকাশ করা যাইতেছে।

[১৮৫৬ সালের ১৭ অক্টোবর তারিখের ১৪৫ নম্বরের পত্র। অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর বিধিসম্প-কীয় দুই কথা নিষ্পত্তি হইবার জন্যে বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্ট যে পত্র পাঠান তাহার নকল অর্পণ করা যায়।]

১ দফা। অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরা এক মাসের অনু-গ্রহের ছুটী লইয়া তাহার অব্যবহিত পরে নিজ কর্ম্মের নিমিত্তে ছুটী লইতে পারিবেন না। তোমারদের এই বিধিতে আমরা সম্মত আছি।

২ দফা। ঐ বিধির ৩ অধ্যায়ের ৬ ধারা সংশোধনের বিষয়ে আমারদের এই বক্তব্য। অচিহ্নিত কার্য্য-কারকেরা অনুগ্রহের ছুটী বৎসরেং না লইয়া একে-

বারে তিন মাসের ছুটী লন ইহাতে আমারদের আপত্তি নাই, কিন্তু তিন মাসের অধিক কাল অনুগ্রহের ছুটী লওয়া যাইতে পারে না। যদি বৎসরে এক মাসের ছুটী একেবারে না লইয়া মাস ভাঙ্গিয়া লন, তবে তাহা দুই ভাগ করিয়া লওয়া যাইতে পারে, তাহার অধিক নয়। ইহার যে বিধিতে আমরা সম্মত হইতে পারি সেই বিধি লিখিতেছি।

৬ ধারা। ১ প্রকরণ। প্রতি বৎসরে এক মাস ছুটী লওয়া যাইতে পারে ও সেই মাসের কিছু বেতন কাটা যাইবেক না। কেবল ইহাতে প্রয়োজন যে সরকারী কর্ম্মের কিছু হানি না হইয়া, কি সরকারের কিছু খরচ না লাগিয়া, ঐ ছুটী দেওয়া যাইতে পারে। যাঁহারদের এক মাসের ছুটী একেবারে লইবার প্রয়োজন না থাকে তাঁহারা ঐ ছুটী দুই ভাগ করিয়া লইতে পারিবেন। সেই এক মাসের ছুটী যদি এককালে লওয়া যায় তবে তাহার পর পূরা এগার মাস না গেলে, কিম্বা পীড়াপ্রযুক্ত কি নিজ কর্ম্মের নিমিত্তে ছুটী পাইয়া কর্ম্মে ফিরিয়া আসিবার তারিখঅবধি পূরা এগার মাস না গেলে, কিম্বা ছুটী যদি দুই ভাগ করিয়া লওয়া যায় তবে এক ভাগের পর পূরা ছয় মাস না গেলে এই বিধিমতে দ্বিতীয়বার ছুটী দেওয়া যাইতে পারিবেক না। যদি কোন অচিহ্নিত কার্য্যকারক কোন বৎসরে ঐ এক মাস ছুটী না লন, তবে তাহার পূর্ব্বে উক্ত প্রকারের যে ছুটী পাইয়াছিলেন তাহার পর বাইশ মাস গেলে, স্থানীয় গবর্ণ-

মেণ্ট তাঁহাকে সেই নিয়মমতে দুই মাস ছুটী দিতে পারিবেন। আর যদি দুই বৎসরপর্য্যন্ত ঐ ছুটী না লওয়া যায় তবে তাহার পূর্ব্বে উক্ত প্রকারের যে ছুটী পাইয়াছিলেন তাহার পর তেত্রিশ মাস গেলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তিন মাসের ছুটী দিতে পারিবেন। কিন্তু এই বিধিমতে তিন মাসের অধিক কাল ছুটী দেওয়া যাইবেক না। এই বিধিমতে কোন কার্য্যকারক যে ছুটী পান সেই ছুটীর ময়াদ গেলে যদি তিনি কর্ম্মে না আইসেন, তবে ছুটী না পাইয়া যতকাল সেইরূপে গরহাজির থাকেন ততকালের নিমিত্তে তাঁহার বেতন ও উপরি টাকা সকল বন্দ হইবেক। আর সেই ছুটীর মিয়াদের পর যদি এক মাসের অধিককাল সেইরূপে গরহাজির থাকেন তবে তাহার কর্ম্ম খালি হইবেক।

২ প্রকরণ। দেওয়ানী আদালতের নিয়মিতরূপে বন্দের কালে বিচারকর্ত্তারা যখন ছুটী লন তখন তাঁহারা সেই ছুটীর কালে পুরা বেতন পাইবেন। কিন্তু তাঁহারা সেই ছুটী ভিন্ন এই বিধির প্রথম প্রকরণমতে অনুগ্রহের ছুটীও পাইতে পারেন এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না।

১ ক। সিবিল ইঞ্জিনিয়রেরা ও ওবরসিয়রেরা ও সিবিল ইঞ্জিনিয়রেরদের আসিষ্টাণ্টেরা ছুটীর বিধিমতে ছুটী পাইতে পারেন।—কোর্ট অফ ডৈরেকটর্স সাহেবের-দর ১৮৫৭ সালের ৬ মের ৩৩ নম্বরের নির্দ্ধারণ।

সমাপ্ত।